হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

১৫ই জুন, ১৯৩৮ | অষ্টম বর্ষ | দশম সংখ্যা

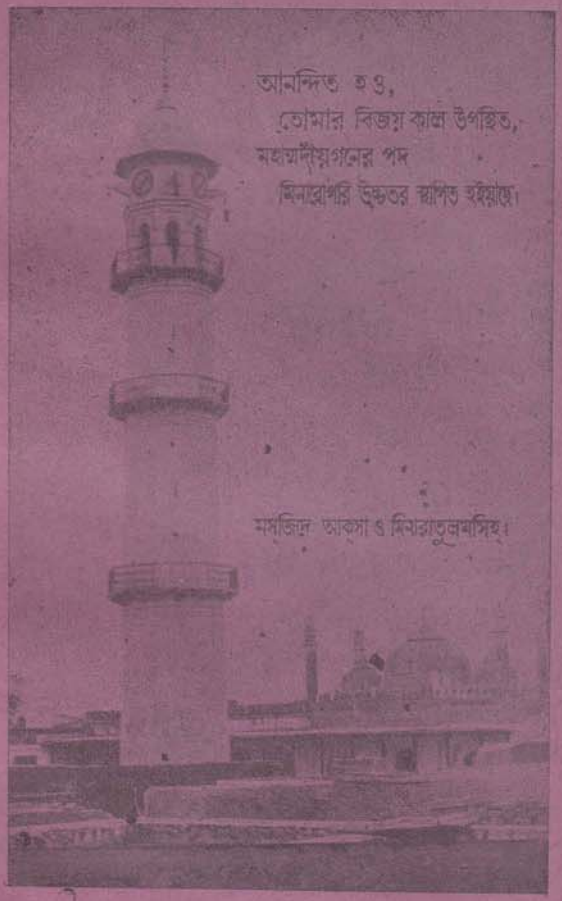

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্তা'লা ইস্লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে সেই বিজয় লাভ করিবে, এবং যে অমান্য করিবে সেই পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে, এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩্ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১। হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহর (আইঃ) পক্ষ হইতে আহমদীয়া জমাতের প্রতি কোরবানীর আহ্বান ... ... ২৩৭—৪২

২। নামাজ সম্বন্ধে চারিটি হাদীস ... ২৪৩—৪৪

৩। হজরত উম্মোল-মোমেনীনের (মদঃ) একটি বিশেষ অনুরোধ ২৪৪

৪। হজরত ইসার (সাঃ) দ্বিতীয় আবির্ভাব ও 'জেহাদ' ... ... ২৪৫—৪৮

৫। হজরত ইসার (আঃ) সমাধি সম্বন্ধে জনৈক বনি-ইস্রাইল বংশীয় তৌরিতজ্ঞ আলেমের সাক্ষ্য ২৪৮

৬। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উপদেশ—হজরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) ... ... ২৪৯—৫০

৭। দৈব-শাস্তি ... ... ২৫০—৫৩

৮। আজাব বা দৈব-শাস্তি হইতে বাঁচিবার উপায়—হজরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) ... ২৫৩—৫৪

৯। মহানবী হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) অদ্বিতীয় মর্য্যাদা—হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ২৫৪—৫৫

১০। জগৎ আমাদের :—
বিদেশীয় সংবাদ—পূর্ব্ব-আফ্রিকা।
দেশীয় সংবাদ—কাদীয়ান শরীফ, প্রাদেশিক আমীর, জেনারেল সেক্রেটারী, মোবাল্লেগীন, বিষ্ণুপুর আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স, বাজিতপুর আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স

১১। হজরত মসিহ্ মাওউদের (অঃ) অমৃতবাণী ২৫৭

১২। বাৎসরিক রিপোর্ট ২৫৮

বাঙ্গালার জমাতের জন্য হজরত আমিরুল-মোমেনীর (আইঃ) দোয়া

যে সকল স্থানীয় আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে বাৎসরিক আয় ও চাঁদার হিসাব পাওয়া গিয়াছিল তাহাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিবার জন্য হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) খেদমতে নিবেদন করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে চিঠি পাইয়াছি যে তিনি জমাতের জন্য দোয়া করিয়াছেন, এবং উল্লেখ করিয়াছেনঃ—

"اللہ تعالی بنگال کے دوستوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنیکی توفیق دے اور وہاں جماعت کی ترقی کے سامان پیدا ہوں —"

'আল্লাহ্ তা'লা বাঙ্গালার বন্ধুগণকে তাহাদের দায়ীত্ব সম্পাদনে তৌফিক দিন, এবং সেখানকার জমাতের উন্নতির উপায় করিয়া দিন।'

আশা করি বন্ধুগণ নিজ নিজ দায়ীত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহা সম্পাদন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন যেন হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) দোয়ার প্রকৃত ফল ভোগ করিতে পারেন।

যে যে আঞ্জোমন এখনো তাহাদের বাৎসরিক আয় ও চাঁদার হিসাব পাঠান নাই তাহারা অতি সত্বর পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন, যেন দ্বিতীয় বা শেষ লিষ্ট সদর আঞ্জোমনে সত্বর পাঠান যাইতে পারে।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ,
ঢাকা

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

অষ্টম বর্ষ | ১৫ই জুন, ১৯৩৮ | দশম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর (আইঃ)
পক্ষ হইতে

আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রতি কোরবানীর আহ্বান

আমি আমার বিগত এক খোতবায় জমাতের দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম যে, আমাদের জমাতের প্রতি গুরুদাসপুর জিলার কতিপয় রাজকর্ম্মচারীর ব্যবহার বড়ই আক্ষেপজনক এবং তাহারা ক্রমাগত আহ্‌মদীয়তের শত্রুগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে এবং আরো আক্ষেপের বিষয় এই যে, উপরস্থ কর্ম্মচারিগণ অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রতিপত্তি রক্ষার্থ তাহাদের এই অন্যায় আচরণের দরুণ তাহাদিগকে শাসন করেন না। ফলতঃ, কতিপয় কর্ম্মচারী আমাদের সেলসেলার বিরুদ্ধে অতি অন্যায় অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে এবং আমাদের বিরুদ্ধ-বাদিগণ এই সমস্ত কথা লোক মধ্যে প্রচার করিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করে এবং বলে,—"নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগেরই এই অভিমত"; এবং ফলে আমাদের প্রচারের পথ বন্ধ হইয়া আসে। এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে অবশেষে আমি জমাতকে প্রত্যেক প্রকার কোরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান করিয়াছি।

এ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষ এবং আঞ্জোমন হইতে চিঠি আসিয়াছে যে, তাহারা প্রত্যেক প্রকার কোরবানী করিতে প্রস্তুত আছেন; এবং যাহাদের নিকট হইতে এখনো এরূপ কোন সংবাদ আসে নাই তাহাদের নিকট হইতেও এরূপ উত্তরেরই আশা করা যায় এবং ইহা অনুমান করা যায় না যে একজন সরলপ্রাণ আহমদীও সেলসেলার জন্য কোরবানী করিতে পশ্চাৎপদ হইবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, জমাত কোরবানীর প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করে কি না। কোরবানীর প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক উদ্যমশীল ব্যক্তিই কোরবানী করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু কোরবানীর প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশিত হইলে, কিম্বা কার্য্যতঃ কোরবানী করিবার সময় আসিলে, অধিকাংশ লোকই পশ্চাৎপদ হইয়া যায়। কেহ বলে, এই কোরবানী অত্যধিক, আবার কেহ বলে, ইহা অত্যল্প। এইরূপ অজুহাত পেশ করিয়া পিছে হটিয়া যায়।

আমি পুনঃ পুনঃ জমাতকে বলিয়াছি যে, কোরবানীর দিক দিয়া আমাদের কার্য্য-পদ্ধতি অন্যান্য যাবতীয় জাতি হইতে পৃথক। অন্যান্য জাতি আইন ভঙ্গ করা ন্যায় সঙ্গত মনে করে; কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম আমাদিগকে আইন মান্য

করিয়া চলিতে শিক্ষা দেয় এবং এ বিষয়ে আহ্‌মদীয়া জমাত এক মত হইয়া, বা কোন খলিফা কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না, কেননা, ইহা শরীয়তের আদেশ। অতএব কোরবানীর এই পথ তোমাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। এই ব্যাপারে আমরা কংগ্রেসের কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি এবং এখনো যে জাতি আইন ভঙ্গ করিতে উদ্যত হয় আমরা তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিব। কারণ, আহমদীয়তের এই শিক্ষার একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদা আছে এবং আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, লোক যখন ইহার সব দিক চিন্তা করিবে তখন এরূপ এক দিন আসিবে যে, দুনিয়া এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে, গান্ধিজির অহিংসা নীতি অপেক্ষা এই আইনানুবর্ত্তীতা ও অহিংসা মিশ্রিত শিক্ষার প্রভাব অনেক অধিক; কিন্তু ইহার গুরুত্ব এখন পর্য্যন্ত অনেক আহমদীও বুঝিতে পারে নাই। তাহারা ভাবে, যদি আইনও অমান্য করা না হয় এবং অহিংসা নীতি অনুযায়ীও চলা হয় তবে গবর্ণমেণ্টকে ঠিক পথে আনিবার আর কি উপায় আছে?

আবার কতিপয় লোক বলে, যদি ইহা স্বীকার করিয়াও লওয়া হয় যে, ইহা কৃতকার্য্যতা লাভের পথ, তথাপি ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রকার কোরবানীর আহ্বান করা হয়, ইহাতে সেই কোরবানী করিবার সুযোগ কোথায়? আমরা যদি আইন ভঙ্গ না করি এবং অহিংসা নীতিও মানিয়া চলি, তবে আমাদের সঙ্গে কেহ যুদ্ধই বা করিবে কেন এবং আমাদের জন্য কোরবানীর সুযোগ লাভ হইবে কেমন করিয়া?

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি বর্ত্তমানে কেবল এই বলিতে চাই যে, অনেক বিষয় বাহ্যতঃ অতি সাধারণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহার পিছনে অনেক বড় বড় প্রাকৃতিক এবং নৈতিক শক্তিসমূহ কার্য্য করিতে থাকে।..... গান্ধিজী যখন অহিংসা নীতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গিগণ তৎপ্রতি বিদ্রূপ করিতেছিল।..... কিন্তু আজ বহু কংগ্রেসী আছেন যাহারা বাস্তবিকই এই শিক্ষাকে উত্তম মনে করেন। এমন কি, যাহারা তাহার সহিত মতবিরোধ করিয়া হিংসা-নীতি অবলম্বন করিয়াছিল এবং অপরাধ করিয়া জেলে গিয়াছিল, তাহারাও তাহাদের ভ্রম স্বীকার করিয়া জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তৎকালে একমাত্র আমাদের জমাতই গান্ধিজির সহিত এই কারণে মতভেদ করিয়াছিল যে, তাঁহার অহিংসা নীতি এতটুকু পূর্ণ নয় যতটুকু পূর্ণ হওয়া উচিত। নতুবা অবশিষ্ট সকল লোকই এই নীতিকে এই জন্য মন্দ মনে করিত যে, ইহা দ্বারা দেশকে এক শক্তিশালী অস্ত্র হইতে বঞ্চিত করা হইল।

আজ যেমন বহু লোক অহিংসা নীতির মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতেছে তদ্রূপ এক দিন আসিবে যখন দুনিয়া একথাও স্বীকার করিবে যে, **শুধু অহিংসাই যথেষ্ট নহে, বরং নৈতিক আদর্শ রক্ষার্থ এবং দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থ আইন মানিয়া চলাও একান্ত আবশ্যক।** কেননা কোন এক গবর্ণমেণ্টের আইন ভঙ্গ করার পর, অন্য কোন গবর্ণমেণ্টের আইনেরও সম্মান বজায় থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে,—"আইন অমান্য না করিলে কোরবানীর প্রশ্নই উঠিতে পারে না"—ইহা অপেক্ষা অধিক অমূলক কথা আর নাই। সমস্ত নবিগণ আমাদের মত আইন-মান্যকারী ছিলেন এবং ঝগড়া ফসাদ হইতে দূরে থাকিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের শত্রুগণ জাতি হিসাবেই হউক, বা রাষ্ট্র হিসাবেই হউক, তাঁহাদিগকে কষ্ট দিয়াছে, তাঁহাদের সৎ উদ্দেশ্যকে মন্দ বলিয়াছে এবং তাঁহাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে ঝগড়া সৃষ্টির চেষ্টা মনে করিয়াছে।

প্রাণের কোরবানীর তাৎপর্য্য

এতদ্ব্যতীত জমাতের পক্ষ হইতে যে সকল কার্য্য করা হয় তাহা যতই শান্তিপূর্ণ উপায়ে করা হউক না কেন, তাহা সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক প্রকারের কোরবানীর আবশ্যক হয়--প্রাণের কোরবানীও করিতে হয়, অর্থের কোরবানীও করিতে হয় এবং দেশের কোরবানীও করিতে হয়। **কেবল যুদ্ধে প্রাণ দান করার নামই প্রাণের কোরবানী নয়।** ইহাই যদি প্রাণের কোরবানী হইয়া থাকে তবে নবিগণ এই কোরবানী হইতে বঞ্চিত থাকেন। কারণ, যুদ্ধে প্রাণ-দানকারী বোধ হয় একজন নবীও হন নাই; এবং যে কয় জন সম্বন্ধে শত্রু হস্তে নিহত হওয়ার কথা বলা হয়, তাঁহাদিগকে এক হস্তের অঙ্গুলীতে গণনা করা যায়।

সুতরাং, প্রাণের কোরবানীর অর্থ কখনও যুদ্ধ নয়, বরং আমার এই সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, **যে সকল জাতি প্রাণের কোরবানী দ্বারা কেবল যুদ্ধই বুঝে, তাহারা কখনো সাফল্য লাভ করিতে পারে না।** কেননা, তাহাদের ধারণানুযায়ী প্রাণের কোরবানীর সুযোগ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অলস থাকে এবং পরিণামে অধঃপতিত হয়।

জেহাদের 'আকীদা' ও মোসলমান

মোসলমানগণের মধ্যে 'জেহাদের আকীদা' এই ভয়াবহ ফলই উৎপাদন করিয়াছে। বিগত কয়েক শাতাব্দী যাবৎ তাহারা 'জেহাদ' দ্বারা কেবল তরবারীর যুদ্ধই মনে করিয়া আসিতেছে। ফলে 'তবলীগ' বা ধর্ম্ম-প্রচারের সাহায্যে প্রাণের যে কোরবানী করা হয় তাহা, হয়তঃ, তাহাদের নিকট অতি সামান্য মনে হইতেছে, কিম্বা একেবারেই তাহাদের দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়িয়াছে, এবং ফলে আত্মরক্ষা করিতে অপারগ হইয়া পতনের মুখে পড়িয়াছে। যদি তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত যে,—'এল্‌ম্' বা জ্ঞান ছাড়া 'তবলীগ' করা যায় না এবং জ্ঞান প্রাণের কোরবানী ছাড়া লব্ধ হয় না,—পূর্ণভাবে 'তবলীগ' করিতে হইলে দূরদূরান্তর দেশে ভ্রমন করিতে হয়, দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়, এরূপ জাতি সমূহের নিকট ইসলামের বাণী পৌছাইতে হয় যাহাদের মধ্যে প্রচারকের প্রাণ এক দিবসও নিরাপদ নয়,—এবং এগুলিও প্রাণের কোরবানী, তবে তাহাদের পদ কখনো শিথিল হইত না এবং ফলে তাহাদের এই বর্ত্তমান দুর্গতি হইত না।

অবশ্য তবলীগের অর্থ যদি এই মনে করা হয় যে, মাসের মধ্যে কোন দিন অবসর হইলে কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহাকে তবলীগ করা হইল, তবে ইহাতে প্রাণের কোরবানীর নিদর্শন খুব কমই বটে।

কিন্তু ইসলাম যে 'তবলীগ' চায় তাহার জন্য ত মহা কোরবানীর আবশ্যক হয়, এবং তাহার প্রমাণ এই যে, যখনই জমাত হইতে কোরবানী চাওয়া হয় তখনই জমাত অতি তৎপরতার সহিত বলিয়া উঠে—"হাঁ, আমরা কোরবাণী করিব", কিন্তু কার্য্যতঃ এই কোরবানী উপস্থিত করিবার অতি অল্প লোকেরই সুযোগ হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই কোরবানী তত সহজ নয়, যত সহজ ইহাকে মনে করা হয়।

* * *

আহমদীয়ত কি প্রকারের কোরবানী চায়

এই অবতারণার পর আমি বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করি, তাহারা কি কখনো ভাবিয়াছেন, আহমদীয়ত তাহাদের নিকট কি প্রকারের কোরবানী চায়? আহমদীয়ত যখন প্রাণের কোরবানীর আহ্বান করে তখন ইহার অর্থ কাহারো সঙ্গে যাইয়া যুদ্ধ করা, বা কাহাকেও হত্যা করিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন নয়। কেননা, এই উভয় পদ্ধতিই আহমদীয়তের শিক্ষার বিপরীত।

অতএব যে সকল বন্ধু আমার আহ্বানে 'লাব্বায়েক' বলিতেছেন, কিম্বা 'লাব্বায়েক' বলিবার জন্য ইচ্ছা পোষণ করিতেছেন, তাহাদের বুঝিয়া লওয়া উচিত, বর্ত্তমান যুগের প্রাণের কোরবানী অতীত কালের প্রাণের কোরবানী হইতে ভিন্ন। যদি বর্ত্তমান কালের অসুবিধা উপলব্ধি করিতে আমার ভুল না হইয়া থাকে, তবে আমি বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান কালের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই কোরবানী পূর্ব্বকার কোরবানী হইতে অধিকতর কঠিন না হইলেও, কম নয়।

বর্ত্তমানে আমরা এরূপ এক যুগে সৃষ্ট হইয়াছি, যে যুগে মিথ্যা ও প্রতারণাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পবিত্র মনে করা হয়। পূর্ব্ব যুগের লোক মিথ্যা বলিলেও মিথ্যাকে অতি খারাপ মনে করিত; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ইহা সমাজ নীতি ও রাজ-নীতির এক অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। আজকালকার লোকের মতে সেই মিথ্যাই পাপ যাহা ধরা পড়ে এবং নিষ্ফল হয়, যাহা ধরা পড়ে না এবং নিষ্ফল হয় না, তাহা পাপ নয়। আজকাল এই মিথ্যার প্রচলন এত অধিক হইয়াছে যে, অনেকে মিথ্যা বলিবার সময় নিজেও অনুভব করে না যে, মিথ্যা বলিতেছে। সামাজিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক ব্যাপার, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক ইত্যাদি সবই মিথ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা কি অতি বিস্ময়কর অসামঞ্জস্য নয় যে, আজকাল প্রকৃত বন্ধু তাহাকেই মনে করা হয়, যে বন্ধুর খাতিরে মিথ্যা বলে, এবং দেশের সত্যিকারের মঙ্গলকামী তাহাকেই মনে করা হয়, যে গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বাধিক প্রতারণা করিতে পারে। সত্য মিথ্যার এরূপ সংমিশ্রণ পূর্ব্বে কোন যুগেই পাওয়া যায় না।

এই অপবিত্র যুগে বাস করিয়া আমরা জমাত হিসাবে কেমন করিয়া রক্ষা পাইতে পারি? আমার ব্যক্তিগত বিচার কার্য্যের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, কোন কোন অবস্থায় সত্যবাদী আহমদীও কোন বন্ধুকে বিপদে দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজ বিবরণ এরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলে যাহাতে বন্ধুর উপকার হয়। অবশ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আহমদিগণের সত্যবাদীতার আদর্শ অপর হইতে অনেক উচ্চ; কিন্তু একটি দুগ্ধপূর্ণ পিয়ালাতে এক বিন্দু প্রস্রাব পতিত হইলেও উহা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মানব দেহের একাঙ্গে কোন ব্যাধি জন্মিলে উহার প্রভাব অন্যান্য অঙ্গেও পতিত হয়।

তোমরা কি মনে কর যে এই ব্যাধি দূর না করিয়া আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব? কিম্বা শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারিব? শত্রুগণ আমাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং কতিপয় রাজকর্ম্মচারীদিগকে তাহারা নিজেদের সাথী করিয়া নিতে সক্ষম হয়। এরূপ অত্যাচারিগণকে তোমরা কেমন করিয়া দূর করিতে পার? ইসলামের প্রারম্ভেও ইস্‌লামের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে এবং খুব করা হইয়াছে। ইহার উন্নতির যুগেও এরূপ অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক পরাক্রমশালী বাদশাহর প্রতিও লোক কোন কোন সময় অত্যাচার করিতে পারে। এক বিজয়ী সেনাপতিও কখন কখন বিপদে পতিত হইতে পারে। অতএব আমরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না এবং করিতে পারিও না। আমরা কেবল এইরূপ অবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি যাহা আমাদের প্রচারের পথে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। মিথ্যা প্রপেগেণ্ডা দ্বারা জমাতের বিরুদ্ধে লোক মধ্যে যে অপবাদ সৃষ্টি করা হইয়াছে কেবল তাহার বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযোগ এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই দুর্নাম দূরীভূত করিবার জন্য মাত্র একটি উপায়ই হইতে পারে যে, জমাতের লোকগণ আহমদীয়তের চতুষ্পার্শে এরূপ এক সুদৃঢ় প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দেয়, যেন শত্রুদের প্রপেগেণ্ডা তাহা ভঙ্গ করিয়া অগ্রসর হইতে না পারে—এবং ইহা **সত্যবাদীতা ও সাধুতার প্রাচীর** ব্যতীত আর কি হইতে পারে? যে ব্যক্তি নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা আহমদীয়তের উচ্চ নীতির পরিচয় লাভ করে, সে কি কখনো অপরের কথা গ্রহণ করিবে?

আমার এক বন্ধু আমাকে শুনাইয়াছেন যে, একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী বলিয়াছেন, তাঁহার সহিত যত আহমদী কার্য্য করিয়াছে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিতে পারেন যে, আহমদিগণ অতি সাধু ও সচ্চরিত্র হন। সেই বন্ধু বলেন যে, উক্ত রাজকর্ম্মচারীর অন্তরে আমার সম্বন্ধে মন্দ ধারণা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তাই সেই বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি কি ইহা মনে করিতে পারেন যে, যিনি আমাদিগকে সাধুতা ও সততা শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি নিজেই অসাধু?"

আহমদিগণ নিজেদের মধ্যে সত্যবাদীতা ও সাধুতার উচ্চ আদর্শ সৃষ্টি করিলে, প্রত্যেক সহর, প্রত্যেক জিলা, প্রত্যেক গ্রাম, বরং প্রত্যেক মহল্লায় এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য দুনিয়াতে এরূপ লোকও আছে যাহারা চোখের-দেখা গুণকে একটি মেকি মুদ্রা জ্ঞানে উপেক্ষা করে, পক্ষান্তরে কানে-শুনা দোষকে একটি মুক্তা জ্ঞানে গ্রহণ করে। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশ লোকই অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হয়, অন্ততঃ এরূপ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা তাহাদের স্বার্থের বিরোধী নহে। এরূপ লোকদিগকে প্রত্যেক আহমদীই প্রভাবান্বিত করিতে পারে, অবশ্য যদি সেই আহমদী তাহার প্রাণ, অনুভূতি ও অর্থের কোরবানী করে।

মানুষ সত্যকে বর্জ্জন করে কেন? নিজ দেহকে কষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বা নিজ অর্থকে বাঁচাইবার জন্য বা বৃদ্ধি করিবার জন্যই লোক সাধারণতঃ সত্যকে বর্জ্জন করিয়া থাকে; যদি আহমদিগণ এই প্রতিজ্ঞা করে যে, যতই শারীরিক কষ্ট হউক না কেন, সত্য বলিবেই, যতই মানসিক যন্ত্রণা হউক না কেন, সত্যকে ছাড়িবে না এবং অর্থের যতই ক্ষতি হউক না কেন সত্য কথাই বলিবে—তবে ইহাতে প্রাণের, অনুভূতির এবং অর্থের এই ত্রিবিধ কোরবানীই হইবে, অথচ কোন যুদ্ধ করিতে হইবে না; গবর্ণমেণ্টের সঙ্গেও লড়াই হইবে না, বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেও ঝগড়া হইবে না। যাহারা ইহাকে বড় কোরবানী মনে করে তাহাদিগকে আমি খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে এই কোরবানী পেশ করিতে বলি, আর যাহারা ইহাকে সামান্য কোরবানী মনে করে তাহাদিগকে আমি বলি, "বর্ত্তমানে এই সামান্য কোরবানীটুকুই খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে কর"। অতঃপর দেখ, ইহার কেমন উত্তম ফল উৎপন্ন হয় এবং কেমন করিয়া আহমদীয়তের শত্রু—সাধারণ ব্যক্তিই হউক, বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীই হউক—আহমদীয়া জমাতের দুর্নাম সৃষ্টি করিবার প্রয়াসে আকৃতকার্য্য থাকে! নিশ্চয়ই এইরূপে তোমরা আহ্‌মদীয়তের চতুষ্পার্শ্বে নৈতিক খ্যাতির এরূপ এক প্রাচীর প্রস্তুত করিবে যাহা ভঙ্গ করা কোন শত্রুর পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। কেননা, নৈতিক দুর্গ এরূপ এক দুর্গ যাহা গবর্ণমেণ্টের তুপও ভঙ্গ করিতে অক্ষম।

অতঃপর আমি বলি এই সঙ্কটের যুগে প্রত্যেকের পক্ষে নিজ নিজ খরচ কমাইয়া সেল্‌লেলার সাহায্য করা কি কোরবানী নয়? আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—فذكر ان نفعت الذكرى —"ওয়াজ নসিহত করিতে থাক, কারণ ওয়াজ নসিহত পূর্ব্বেও ফলপ্রদ হইয়াছে"। বাহ্যতঃ এই কোরবানী ছোট মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা ছোট কোরবানী নয়।

কারণ জমাতের এক প্রধান অংশ আর্থিক কোরবানীতে হয়তঃ পিছনে পড়িয়া আছে, কিম্বা ভবিষ্যতের জন্য কোরবানীর সামর্থ্য রাখে না। তাহাদের এই দুর্ব্বলতা সেল্‌সেলার বোঝ্‌ এত বৃদ্ধি করিয়া দেয় যে, অবশিষ্ট টাকা খরচ করিয়াও যথোচিত ফল লাভ হয় না। যাহারা বলে,—"আমরা যথাসর্ব্বস্ব কোরবান করিতে ইচ্ছুক"—আমি তাহাদিগকে বলি,—"আস, সেল্‌সেলার জন্য স্থায়ীভাবে এবং কখনো ব্যতিক্রম না করিয়া আর্থিক কোরবানী কর—ইহাতেও শত্রুগণের আক্রমণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কারণ, সেল্‌সেলার আর্থিক অনটনের কারণে অনেক তবলীগী প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। এই আর্থিক কোরবানীও প্রকৃত পক্ষে প্রাণেরই কোরবানী। কারণ, এখন সেল্‌সেলা যে পরিমাণে আর্থিক কোরবানীর আহ্বান করিতেছে তাহার প্রভাব আহমদিগণের পানাহারেও পড়িতেছে। এইজন্য বর্ত্তমানে এই আর্থিক কোরবানীও শারীরিক কোরবানীতে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু কেবল এই পরিমাণ প্রাণের কোরবানীই যথেষ্ট হইতে পারে না। সেলসেলার বর্দ্ধমান প্রয়োজনে এইরূপ কোরবানীও আবশ্যক যে, কতিপয় লোক সম্পূর্ণ সময় ধর্ম্মসেবায় নিয়োজিত করে, যেন যে সকল কার্য্যে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান আবশ্যক সেই সকল কার্য্য অর্দ্ধসম্পন্ন থাকিয়া না যায়। আমাদের সেলসেলা স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান। ইহাতে প্রত্যেক প্রকারের যোগ্যতা-বিশিষ্ট লোকের আবশ্যক এবং সেলসেলার কার্য্য এত প্রসারিত হইয়াছে যে, তাহা সম্পাদনের জন্য এক বৃহৎ জমাতের আবশ্যক। এ সম্পর্কে আমি জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য দুইবার 'এলান' (ঘোষণা) করিয়াছি এবং যুবকগণ খুব সাড়াও দিয়াছে; কিন্তু এখনো এই সম্পর্কে আরো লোকের আবশ্যক। এই সকল লোক গ্রেজুয়েট হওয়া আবশ্যক—কতক ইংরাজীর গ্রেজুয়েট, কতক আরবীর গ্রেজুয়েট; অর্থাৎ বি-এ বা মৌলবী ফাজেল পাশ করা যুবক হওয়া আবশ্যক, যেন তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য টাকা ও সময় ব্যয় না হয়। আমি আশা করি, সেলসেলার যুবকগণ এই ব্যাপারে একে অন্যকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে এবং নিজেদের কোরবানী দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য এক আদর্শ কায়েম করিবে।

ধর্ম্ম-সেবার জন্য আরবী শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যকীয়; কিন্তু আমি ইংরাজীর গ্রেজুয়েটও চাহিয়াছি; তাঁহার কারণ এই যে, বিদেশে ইংরাজী ছাড়া তবলীগ করা যায় না। এইরূপে ভারতবর্ষেও বহু কাজ ইংরাজী ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিগণই করিতে পারে। যদি কতিপয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি—যেমন ডাক্তার বা উকীল—নিজদিগকে পেশ করে তবে তাহাও হিতকর হইতে পারে। এই ওয়াক্‌ফ্‌কারী লোক তাহারাই হইবে যাহারা নিজ বাড়ী হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশা করিতে পারে, কিম্বা অল্প জীবিকা নিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত।

আমি ক্রমাগত বলিয়া আসিয়াছি, তাহরীক জদীদের কার্য্যের ভিত্তি টাকার উপর রাখা হয় নাই। ইহাতে যোগদানকারী বন্ধুগণ 'মোজাহেদ' স্থানীয়—যদি কিছু পাওয়া যায় তবে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে, না পাওয়া গেলে কিছুই দেওয়া হইবে না। ইহার বিষদ বিবরণ সংক্ষেপে এ বৎসরের মজলিসে শুরার এজেণ্ডায় প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন নিজ জমাতের সেক্রেটারীর নিকট হইতে তাহা দেখিয়া লইতে পারেন, কিম্বা তাহরীক জদীদ আফিস হইতে তাহা চাহিয়া লইতে পারেন।

আমি আশা করি, আমাদের যে সকল যুবক ঈদৃশ উপলক্ষে নিজেদের ইমানের পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, তাহারা আজও পশ্চাৎপদ হইবে না। বর্ত্তমানে পাঁচ জন ইংরাজীর গ্রেজুয়েট এবং দশ বার জন আরবীর গ্রেজুয়েট এই জেলায় (অর্থাৎ গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব—সঃ আঃ) কাজ করিতেছে, কিম্বা তবলীগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এই কোরবানী যুবকদের পক্ষে অসম্ভব নহে। আমার উদ্দেশ্য, তাহ্‌রীক জদীদের অধীন ওয়াক্‌ফ্‌কারী যুবকগণকে ধর্ম্ম-বিষয়ক এবং পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী করা, যেন তাহারা প্রয়োজন মত সেলসেলার প্রত্যেক কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হয়; এবং আর্থিক দিক দিয়া যদি তাহাদিগকে অন্য অপেক্ষা অধিক কোরবানী করিতে হয়, তবে কার্য্যের দিক দিয়া যেন তাহাদের প্রতিদানও অন্য অপেক্ষা অধিক লাভ হয়।

কোরবানীর মোতালেবার এই প্রথম কিস্তি আমি জমাতের সম্মুখে পেশ করিতেছি এবং পুনরায় তাহা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছি :—

(১) **সত্যবাদীতা ও সাধুতার** প্রতিজ্ঞা করা এবং সর্ব্ব বিষয়ে কার্য্যতঃ তাহার পরিচয় দেওয়া, যে পর্য্যন্ত না অপর লোকগণও স্বীকার করে যে, আহমদিগণ সাধু ও সৎ হইয়া থাকে এবং তাহারা মোখালেফ্‌গণের প্রপেগেণ্ডা বিশ্বাস করিতে অস্বীকার করে।

(২) **'তবলীগ,'** এইরূপ ভাবে না যে, অবসর হইলে করা গেল, বরং কার্য্যের ক্ষতি করিয়াও করিতে হইবে। অবশ্য অন্যের কর্ম্মচারী হইলে এরূপ করা যাইবে না, কারণ তদবস্থায় কর্ত্তার লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই তবলীগ কেবল মৌখিক হইলে চলিবে না। আহ্‌মদীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য **সেবা কার্য্যও** করিতে হইবে। কারণ, মৌখিক তবলীগ হইতে কার্য্যের তবলীগ অধিকতর কার্য্যকরী। এই উদ্দেশ্যেই আমি "খোদ্দামুল আহমদীয়া" সমিতি গঠন করিয়াছি। ইহা কোন কোন স্থানে উত্তম কাজ করিতেছে।

(৩) **রীতিমত চাঁদা আদায়ের অভ্যাস গঠন করা** এবং তদ্রূপ অভ্যাস গঠনের পর **তদ্বিষয়ে প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি করা**। আমার ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক আহ্‌মদীর আর্থিক কোরবানীতে পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা করা উচিত। যেন সেলসেলার অর্থ সঙ্কট দূরীভূত হইয়া প্রচারের পরিধি প্রসারিত হয়।

(৪) বি-এ, এম-এ, মৌলবী ফাজেল, ডাক্তার, ও উকীল **যুবকগণ নিজ নিজ জীবন ধর্ম্ম-সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করুক,** যেন তাহাদিগকে সেলসেলার কার্য্য এবং তবলীগের জন্য প্রস্তুত করা যায় এবং তাহারা দুনিয়ার চতুষ্পার্শ্বে সেলসেলার নাম পৌঁছাইবার কার্য্য করে এবং এতদ্ব্যতীত সেলসেলার অন্য যে কাজে তাহাদের সেবার আবশ্যক হয় সেই কার্য্যের উদ্দেশ্যে তাহারা নিজদিগকে পেশ করে। যদি কোন যুবক এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর জীবন যাপন করিতেছে এবং দুই এক বৎসরের মধ্যে শিক্ষা হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, তবে সেও তাহার নাম পেশ করিতে পারে।

(৫) প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট এবং প্রত্যেক 'নেজামের' **আইনানুবর্ত্তীতা** করিয়া ধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। কারণ, এই নীতি অনুযায়ী কার্য্য না করিয়া আমরা আহ্‌মদীয়তের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারি না।

(৬) ষষ্ঠ কথা, যাহা তবলীগেরই অংশ বিশেষ, তাহাও আমি এস্থলেই বর্ণনা করিয়া দিতে চাই। তাহা এই যে, যেহেতু বিরুদ্ধবাদিগণ প্রত্যেক স্থানে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকদিগকে আমাদের মিথ্যা অপবাদ শুনাইয়া আসিতেছে এবং ফলে বহু প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোক ও কর্ম্মচারী ক্রমাগত মিথ্যা দুর্ণাম শ্রবণ করিতে করিতে আহ্‌মদীয়তের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, অতএব **প্রত্যেক জিলায় প্রপেগেণ্ডা কমিটি গঠন করিতে হইবে।** তাহারা স্ব স্ব স্থানের বিশিষ্ট লোক এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে প্রপেগেণ্ডার প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত করিবে। যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'লা কোন 'পজিসন' বা মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন তাহারাও নিজ নিজ সম্পর্ক বৃদ্ধি করিয়া প্রত্যেক প্রকারের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, বা প্রত্যেক প্রকারের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে সেলসেলার বিরুদ্ধে শত্রুগণ যে অন্যায়াচরণ করিতেছে তাহা জ্ঞাত করিবেন এবং সেই সকল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর অন্যায়চরণের কথাও জ্ঞাত করিবেন যাহারা কেবল সংস্কার বশতঃ, বা শত্রুগণের মিথ্যা কথা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া জমাতের দুর্ণাম করিতে চেষ্টা পাইতেছে। এই সকল ব্যক্তি এবং কমটির নিজ নিজ কার্য্য 'মরকেজে' (কেন্দ্রীয় আঞ্জোমনে) জানান উচিত এবং কোন অসুবিধা উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে 'মরকেজ' হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। এই কার্য্যের জন্য প্রত্যেক জমাতেই একজন 'ওমুরে-আম্মা' সেক্রেটারী নিযুক্ত করা উচিত। এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা বা করানই তাহার কর্ত্তব্য হইবে।

আমি মনে করি, যদি বন্ধুগণ আমার এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন তবে শীঘ্রই এই 'ফেৎনা'র উপশম হইবে। এক পক্ষে, সত্য পরায়ণতা ও কোরবানী খোদাতা'লার 'ফজল' বা বিশেষ অনুগ্রহ আকর্ষণ করিবে, পক্ষান্তরে তবলীগ এবং প্রপেগেণ্ডা লোকদিগকে প্রকৃত কথা অবগত করাইয়া শত্রুদের অনিষ্ট সাধনের পথ রোধ করিবে।

আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি সমস্ত জমাতকে বর্ত্তমান প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার তৌফিক দান করুন এবং উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া প্রকৃত কোরবানী পেশ করিবার এবং তাহাতে কায়েম থাকিবার ক্ষমতা দিন। কারণ, কোরবানী উহা নয় যাহা আমরা পেশ করি, কোরবাণী তাহাই যাহা সময়ের প্রয়োজনানুসারে আমাদের প্রভু আমাদের নিকট হইতে চাহেন। আমাদের শত্রুকে আমরা নহি, আমাদের খোদা, পরাজিত করিবেন। প্রকৃত কোরবানী কর এবং দোয়া কর এবং অহঙ্কার ও দম্ভ পরিহার কর এবং বড় হইয়াও বিনয়ী হও, এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা কর, যেন আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের সহায় হউন।

স্মরণ রাখিও, আমি প্রথম কিস্তি স্বরূপ যে কোরবানী চাহিতেছি, তাহা সাধারণ কোরবানী নয়, বরং প্রকৃত কথা এই যে, **প্রবৃত্তিকে দমন করা শত্রু দমন হইতে অধিকতর কঠিন**। যদি জমাত সত্যপরায়ণতার সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে যাহা আহ্‌মদীয়া সেলসেলা পেশ করে, তবে নিশ্চয়ই কোন শত্রু তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। আমাদের পক্ষ হইতেই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। নতুবা আমাদের খোদা 'ওফাদার', তিনি স্বয়ং আমাদিগকে ছাড়েন না।

খাকসার

মীরজা মাহ্‌মুদ আহমদ

নামাজ সম্বন্ধে চারিটি হাদীস *

(১)

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم لو ان نهر بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شئ قالوا لا يبقى من درنه شئ قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا . متفق عليه

আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন, "বল ত যদি তোমাদের কাহারও দ্বারের সামনে নদী প্রবাহিত হয় এবং সে প্রত্যহ সেই নদীর মধ্যে পাঁচবার করিয়া স্নান করে, তাহা হইলে কি তাহার শরীরে কোনরূপ ময়লা থাকিতে পারে? সকলই বলিল, "না, কোনরূপ অপরিচ্ছন্নতা থাকিতে পারে না।" হজরত বলিলেন, "অতএব, ইহাই পাঁচবেলার নামাজের দৃষ্টান্ত। ইহাদ্বারা আল্লাহতালা পাপ নষ্ট করিয়া দেন।" (বুখারী ও মুসলিম এই হাদীস সঙ্কলন করিয়াছেন)।

অর্থাৎ, যে কেহ নিয়মিত ভাবে পাঁচবেলার নামাজ পড়িবে, তাহার সমস্ত পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষমা হইয়া ভবিষ্যতেও সে সমস্ত পাপাভ্যাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। নামাজের রীতিমত অভ্যাস মানুষের চরিত্রকে সংশোধিত করিয়া পবিত্র করিয়া দেয়। নিয়মিত-রূপে নামাজ পড়িলে, কেহ অসাধু থাকিতে পারে না।

(২)

وعن ابن مسعود قال سالت النبى صلى الله عليه وسلم اى الاعمال احب الى الله قال الصلوٰة لوقتها قلت ثم اى قال برالوالدين قلت ثم اى قال الجهاد فى سبيل الله قال حدثنى بهن لو استزدته لزادنى - متفق عليه

ইব্‌নে-মাস্‌উদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে—"আমি রসুলুল্লাহ্‌কে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আল্লাহ্‌র কাছে কোন্ কাজ সব চেয়ে বেশী প্রিয়?" হজরত বলিলেন, "নামাজ ঠিক সময় মত আদায় করা।" আমি বলিলাম, "তারপর?" হজরত বলিলেন,

* মৌলানা জিয়াউর রহমান সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত—(সাঃ আঃ)

"পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর?" হজরত বলিলেন, "আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা।" ইব্‌নে-মাস্‌উদ বলিয়াছেন যে, হজরত তাঁহাকে এই কথাগুলি বলিলেন, তিনি যদি আরও জিজ্ঞাসা করিতেন, হজরত আরও অনেক কিছু বলিতেন।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজই সমস্ত সৎকর্ম্মের সেরা, সবচেয়ে বড় উপাসনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নেকী' এবং আল্লাহ্‌তা'লার সব চেয়ে অধিক প্রিয় কর্ম্ম, নমাজের চেয়ে বড় আর কোনই কর্ম্ম নাই।

(৩)

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلوٰة (رواه مسلم)

জাবের হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন, "নামাজ পরিত্যাগ করা আল্লাহ্‌র বান্দা ও কুফ্‌রের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা।"

অর্থাৎ, নামাজ দ্বারাই কাফের ও মোমেনের পার্থক্য বুঝা যায়।

(৪)

عن عبادة ابن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وضوئهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر وان شاء عذبه (رواه احمد وابو داؤد ونسائى مالك والنسائى)

উবাদা-ইবনে-সামেত হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্যক্তি রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,—"পাঁচ নামাজকে আল্লাহ্‌তা'লা 'ফরজ' বা নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য করিয়া দিয়াছেন। যে ব্যক্তি সুচারুরূপে 'ওজু' করিয়া নির্দ্ধারিত সময়মত নামাজ আদায় করে, রুকু ও বিনয়কে পূর্ণাঙ্গীন করিয়া আদায় করে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র এই প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে যে, তাহাকে তিনি ক্ষমা করিবেন; কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ করে না, তাহার জন্য আল্লাহ্‌র কোন প্রতিজ্ঞা নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমাও করিতে পারেন, শাস্তিও করিতে পারেন।

অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গীন ও সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিয়া রীতিমত নির্দ্ধারিত সময়মত নামাজ আদায় করিলে পাপ ও পাপের কালিমা থাকিতে পারে না। নামাজ মানুষের পূর্ব্বকৃত পাপের কালিমা দূর করিয়া দেয় এবং ভবিষ্যতের জন্য পাপ-প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া দেয়; কিন্তু রীতিমত নামাজ না পড়িয়া পাপের কালিমা ও পাপ প্রবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করা সম্ভবপর নহে।

হজরত উম্মোল-মোমেনীনের একটি বিশেষ অনুরোধ

হজরত উম্মোল-মোমেনীন (মদঃ) হজরত আমীরুল-মোমেনীনের পুত্র সাহেবজাদা হাফেজ মীরজা নাসের আহমদ, বি-এ, সাহেবের স্বাস্থ্য, বর্ত্তমান পরীক্ষায় সফলতা ও নিরাপদে লণ্ডন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য দোয়া করিতে সমস্ত আহমদী জমাতের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন। বিগত ৯ই জুন হইতে তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

অতএব বাঙ্গালার সকল আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাহারা সাহেবজাদা হাফেজ মীরজা নাসের আহমদ সাহেবের স্বাস্থ্য, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা ও মঙ্গলমতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিবেন।

হজরত ইসার (আঃ) দ্বিতীয় আবির্ভাব ও 'জেহাদ'

জেহাদ বা ধর্ম্ম-যুদ্ধ সম্বন্ধে কোরানের শিক্ষা

[কিস্তিয়ে নূহ হইতে]

হে মোসলেম আলেমগণ! আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইও না; কেননা, এরূপ অনেক নিগূঢ় রহস্য আছে যাহা মানব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করিতে পারে না। কথা শুনিবা মাত্রই তাহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইও না; কেননা, ইহা 'তাকওয়া' বা ধর্ম্ম-নিষ্ঠার পদ্ধতি নহে। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ভ্রান্তি না ঘটিত এবং তোমরা যদি কোন কোন হাদীসের বিপরীত অর্থ না করিতে, তবে মসিহ্ মাওউদের যে আগমনের কথা আছে,—তাঁহার আগমনই বৃথা হইত।

দ্বিতীয় আবির্ভাবের প্রকৃত মর্ম্ম

তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য তোমাদের পূর্ব্বকার এক ঘটনা বিদ্যমান; যে বিষয়ে তোমরা জোর দিয়াছ এবং যে স্থানে তোমরা দাঁড়াইয়াছ ইহুদিরাও সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিল—অর্থাৎ, তোমরা যেমন হজরত ইসার (আঃ) দ্বিতীয় আবির্ভাবের অপেক্ষায় আছ, তদ্রূপ তাহারাও **হজরত ইলিয়াসের (আঃ) দ্বিতীয় আবির্ভাবের অপেক্ষা** করিতেছিল; তাহারা বলিত, মসিহ্ তখনই আসিবেন যখন পূর্ব্বে ইলিয়াস্ নবী—যিনি আকাশে উত্তোলিত হইয়াছেন—দ্বিতীয় বার দুনিয়াতে আবির্ভূত হইবেন; এবং যে ব্যক্তি ইলিয়াসের দ্বিতীয় বার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই মসিহ্ হওয়ার দাবী করিবে, সে মিথ্যুক হইবে। তাহারা যে কেবল হাদীসের বলেই এরূপ ধারণা পোষণ করিত, তাহা নহে, বরং ইহার সমর্থনে ঐশী গ্রন্থ—মালাকী নবীর কেতাব—পেশ করিত। কিন্তু হজরত ইসা (আঃ) যখন নিজ সম্বন্ধে ইহুদীদিগের প্রতিশ্রুত মসিহ্ হইবার দাবী করিলেন, এবং এই দাবীর সর্ত্ত স্বরূপ আকাশ হইতে ইলিয়াস অবতীর্ণ হইলেন না, তখন ইহুদিগণের এই সমুদয় ধর্ম্ম-মত অমূলক প্রতিপন্ন হইল; এবং ইলিয়াস নবী সশরীরে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ইহুদীদিগের যে ধারণা ছিল অবশেষে ইহার এই অর্থ উদ্ঘাটিত হইল যে, **ইলিয়াসের চরিত্র ও গুণ-বিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন।** যে ইসাকে (আঃ) দ্বিতীয়বার আবির্ভূত করা হইতেছে, সেই **ইসা (আঃ) স্বয়ং এই অর্থ করিয়াছেন।** অতএব তোমাদের পূর্ব্বে ইহুদিগণ যে স্থানে পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তোমরাও কেন সেই স্থানেই পথ-ভ্রষ্ট হইতেছ? তোমাদের দেশে সহস্র সহস্র ইহুদী বিদ্যমান। তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তোমরা এখন যে 'আকীদা' (ধর্ম্মমত) প্রকাশ করিতেছ ইহুদিগণও ঠিক সেই আকীদা পোষণ করে কি না।

অতএব, যে খোদাতা'লা ইসার (আঃ) খাতিরে ইলিয়াস নবীকে (আঃ) আকাশ হইতে দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করিলেন না এবং তজ্জন্য ইহুদীদিগের নিকট তাঁহার 'তাবিল' বা ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল, সেই খোদা তোমাদের খাতিরে কেমন করিয়া ইসাকে (আঃ) অবতীর্ণ করিবেন? যাঁহাকে তোমরা দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করিতেছ তাঁহারই সিদ্ধান্ত তোমরা অগ্রাহ্য করিতেছ! যদি সন্দেহ হয়, তবে এদেশে কয়েক লক্ষ খৃষ্টান বিদ্যমান আছে এবং তাহাদের ইঞ্জিলও বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও, হজরত ইসা (আঃ) ইহাই সত্য সত্য বলিয়াছিলেন কি না যে, ইয়ুহান্না—অর্থাৎ ইয়াহ্‌ইয়াই (আঃ)—সেই ইলিয়াস (আঃ) যাঁহার দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের কথা ছিল—এবং এই বলিয়া তিনি ইহুদীদিগের পুরাতন আশা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন যদি ইসা নবীরই (আঃ) আকাশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হয় তবে এরূপ অবস্থায় হজরত ইসা (আঃ) সত্য নবী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পরেন না। কেননা, **আকাশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন যদি আল্লাহ্ তা'লার সুন্নতে (সনাতন নিয়মে) থাকিয়া থাকে, তবে ইলিয়াস নবী কেন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, এবং কেনই বা এস্থলে ইয়াহ্‌ইয়াকে ইলিয়াস সাব্যস্ত করিয়া 'তাবিল' বা ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হইল?** জ্ঞানী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা চিন্তা করিবার বিষয় বটে।

কোরানে জেহাদ

এতদ্ব্যতীত যে কার্য্যের উদ্দেশ্যে আপনাদের 'আকীদা' অনুসারে মসিহ্-ইবনে মরিয়ম আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন—অর্থাৎ, মাহদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া মানুষকে বল প্রয়োগে মোসলমান করিবার জন্য যুদ্ধ করিবেন—ইহা এরূপ এক 'আকীদা' যাহা **ইসলামের দুর্নাম করিতেছে**। কোরান শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে, ধর্ম্মের জন্য বল-প্রয়োগ সঙ্গত আছে? পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লা ত কোরান শরীফে ফরমাইতেছেন,—

لا اكراه في الدين

—অর্থাৎ, **"ধর্ম্মে বল প্রয়োগ নাই"**। অতঃপর মসিহ্-ইব্নে-মরিয়মকে (আঃ) বল প্রয়োগের অধিকার কেমন করিয়া দেওয়া হইবে? এমন কি, ইসলাম গ্রহণ করান, বা নিহত করা ছাড়া জেজিয়া করও গ্রহণ করা হইবে না। এই শিক্ষা কোরান শরীফের কোন্ স্থলে কোন্ 'পারায়' এবং কোন্ 'সুরায়' আছে? *

সমস্ত কোরান পুনঃ পুনঃ বলিতেছে যে, ধর্ম্মে বল-প্রয়োগ নাই এবং স্পষ্ট বলিতেছে যে, **আঁ-হজরতের (সাঃ) সময় যে সকল লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা হইয়াছিল তাহা বল-প্রয়োগে ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই**; বরং তাহা হয়তঃ—(১) **শাস্তি স্বরূপ ছিল**—অর্থাৎ, সেই সকল লোককে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল যাহারা এক বৃহৎ সংখ্যক মোসলমানকে নিহত করিয়াছিল এবং কতিপয় মোসলমানকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি অতি কঠোর উৎপীড়ন করিয়াছিল; যেমন, আল্লাহতা'লা বলিতেছেন—

اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير—

—অর্থাৎ, "যে সকল মোসলমানের সহিত কাফেরগণ যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা যেহেতু অত্যাচারিত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে প্রতিদ্বন্দিতা করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল, —এবং খোদাতা'লা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ক্ষমতাবান"; অথবা সেই সকল যুদ্ধ (২) **আত্ম-রক্ষা স্বরূপ** ছিল—অর্থাৎ, যে সকল লোক ইসলামের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, অথবা নিজ দেশে ইসলাম প্রচারে বল-প্রয়োগে বাধা প্রদান করিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে **ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার্থ, অথবা** (৩) **দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থ** যুদ্ধ করা হইয়াছিল। এই তিনটি কারণ ব্যতীত, আঁ-হজরত (সাঃ) এবং তাঁহার পবিত্র খলিফাগণ (রাঃ) কোন যুদ্ধ করেন নাই; বরং ইসলাম অঙ্গীভূত জাতির অত্যাচার এত সহ্য করিয়াছে যে, অপর কোন জাতির ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। অতএব সেই ইসা মসিহ ও মাহ্‌দী সাহেব কেমন হইবেন, যিনি আসিয়াই লোকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিবেন,—এমন কি, কোন 'আহ্‌লে-কেতাব' (ঐশীগ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতি) হইতেও 'জেজিয়া' কর গ্রহণ করিবেন না, এবং কোরানের—

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

—'আয়েত' রহিত করিয়া দিবেন? তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মের কেমন সারথি হইবেন যে, তিনি আসিয়াই কোরান শরীফের ঐ সকল আয়াতও রহিত করিয়া দিবেন, যেগুলি আঁ-হজরতের (সাঃ) সময়েও রহিত হয় নাই,—এবং এত ওলট-পালট হওয়া সত্ত্বেও 'ختم نبوت' এর ('খত্‌মে-নবুওতের') কোন ব্যাঘাত হইবে না?

প্রকৃত মসিহর কার্য্য

বর্ত্তমানে নবুওতের যুগের তের শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং **ইসলাম আভ্যন্তরীন দিক দিয়া তিয়াত্তর 'ফেরকা' বা দলে বিভক্ত** হইয়াছে। এই সময়ে **যুক্তি, প্রমাণাদি দ্বারা হৃদয় জয় করা**, তরবারীর সাহায্যে নহে, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্রুশ ধ্বংস না করিয়া **ঘটনা-মূলক ও প্রকৃত প্রমাণ দ্বারা "ছলীবী-আকীদা" বা খৃষ্ট-ধর্ম্ম-মত বিনাশ করা, প্রকৃত মসিহ্‌র কার্য্য হওয়া উচিত**। যদি তোমরা বল-প্রয়োগ কর, তবে তোমাদের **বল-প্রয়োগ এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে**

* যদি বল যে, আরবদের জন্য বল প্রয়োগে মোসলমান করিবার আদেশ ছিল, এই ধারণা কোরান শরীফ হইতে কখনো প্রমাণিত হয় না; বরং ইহাই প্রমানিত হয় যে, যেহেতু সমস্ত আরব জাতি আঁ-হজরতকে (সাঃ) কঠোর কষ্ট দিয়াছিল এবং অনেক পুরুষ ও স্ত্রী সাহাবাকে নিহত করিয়াছিল এবং অবশিষ্ট সাহাবাগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল, এই জন্য সেই সমস্ত লোক যাহারা নরহত্যা বা তন্নিকটবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী ছিল, খোদাতা'লার দৃষ্টিতে হত্যার শাস্তি স্বরূপ হত হওয়ার যোগ্য ছিল। তাহাদের সম্পর্কে শাস্তি স্বরূপ মূল আদেশ মৃত্যু-দণ্ডেরই ছিল; কিন্তু পরম করুণাময় খোদাতা'লার পক্ষ হইতে এই 'রেয়াইত' বা অনুগ্রহ করা হইয়াছিল যে, যদি তাহাদের মধ্যে কেহ মোসলমান হইয়া যায়, তবে সে অতীতের যে অপরাধের ফলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় ছিল তাহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব, কোথায় দয়া প্রদর্শনের আদেশ, আর কোথায় বল-প্রয়োগ!

যে, তোমাদের নিকট তোমাদের সত্যতার কোন প্রমাণ নাই।* প্রত্যেক অজ্ঞ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি যখন দলীল দ্বারা পরাজিত হয় তখন তরবারী বা বন্দুকের প্রতি হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু যে ধর্ম্ম কেবল তরবারীর সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে প্রসার লাভ করিতে পারে না, তাহা কখনো খোদাতা'লার প্রেরিত ধর্ম্ম হইতে পারে না।

যদি তোমরা এরূপ 'জেহাদ' হইতে বিরত হইতে না পার এবং ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সাধু ব্যক্তিগণের নামও 'দজ্জাল' (ধর্ম্মের অরি) এবং 'মুলহেদ' (নাস্তিক) রাখ, তবে আমি এই দুইটি বাক্য দ্বারা এই বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি—

قل يا يها الكافرون لا اعبد ما تعبدون

আভ্যন্তরীন বিবাদ বিসম্বাদ ও দলাদলির যুগে তোমাদের তথাকথিত মসিহ্ এবং তথাকথিত মাহ্‌দী কোন্ কোন্ ব্যক্তির প্রতি তরবারী চালাইবেন? সুন্নিগণের মতে শিয়াগণের প্রতি কি তরবারী চালান উচিত নহে এবং শিয়াগণের মতে সুন্নিগণ কি তরবারী দ্বারা বিধ্বস্ত হইবার যোগ্য নহে? অতএব যেহেতু তোমাদের আভ্যন্তরীন 'ফের্‌কা' বা দলসমূহই তোমাদের 'আকীদা' অনুসারে শাস্তি প্রাপ্তির যোগ্য, এরূপাবস্থায় তোমরা কাহার কাহার সঙ্গে 'জেহাদ' করিবে? কিন্তু স্মরণ রাখিও, খোদাতা'লা তরবারীর মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে স্বগায় নিদর্শন দ্বারা জগতে বিস্তৃত করিবেন এবং কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না, এবং স্মরণ রাখিও, এখন ইসা কখনো অবতীর্ণ হইবেন না; কেননা, তিনি—فلما توفيتنى—বাক্যের মর্ম্মানুসারে কেয়ামতের দিন যে 'এক্‌রার' বা বিবৃতি দান করিবেন তাহাতে পরিষ্কার এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমন করিবেন না এবং কেয়ামতের দিবস তাহার এই ওজরই হইবে যে, তিনি খৃষ্টানদিগের পথ-ভ্রষ্ট হওয়ার বিষয় পরিজ্ঞাত নহেন। যদি তিনি কেয়ামতের পূর্ব্বে দুনিয়াতে আবির্ভূত হইতেন, তবে কি তিনি এই উত্তর দিতেন যে, খৃষ্টানদের পথ-ভ্রষ্ট হওয়ার কথা তিনি কিছুই জানেন না? অতএব এই আয়েতে তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি দ্বিতীয়বার জগতে আসিবেন না; আর যদি কেয়ামতের পূর্ব্বে তাঁহার দুনিয়াতে আগমন এবং ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর বাস করা নির্দ্ধারিত থাকিত, তবে ত খোদাতা'লার সমীপে তিনি একথা মিথ্যা বলিয়াছেন যে, খৃষ্টানদের অবস্থা তিনি কিছুই পরিজ্ঞাত নহেন। তাঁহার ত বলা উচিত ছিল যে, দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় তিনি দুনিয়াতে প্রায় চল্লিশ কোটি

---

* মিনাবাসীদের ন্যায় কতিপয় অজ্ঞ লোক আমার প্রতি 'এতেরাজ' করিয়া থাকে যে আমি ইংরাজ রাজ্যে বাস করি বলিয়া 'জেহাদ' (ধর্ম্ম-যুদ্ধ) নিষেধ করি। এই অজ্ঞ ব্যক্তিগণ একথা বুঝে না যে, আমি যদি মিথ্যা কথা দ্বারা এই গবর্ণমেণ্টকে খুশী করিতাম, তবে কেন আমি পুনঃ পুনঃ একথা বলিতাম যে, ইসা ইব্‌নে মরিয়ম (আঃ) ক্রুশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাভাবিক মৃত্যুতে কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং তিনি না, খোদা ছিলেন, না খোদার পুত্র ছিলেন। আমার এই বাক্যে ধর্ম্ম-প্রাণ ইংরাজ কি অসন্তুষ্ট হইবেন না? অতএব শুনিয়া রাখ, হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ! আমি এই গবর্ণমেণ্টের তোষামোদকারী নহি; বরং প্রকৃত কথা এই যে, যে গবর্ণমেণ্ট ইসলাম ধর্ম্মে এবং ধর্ম্মের রীতিনীতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না এবং স্বধর্ম্মের উন্নতিকল্পে আমাদের প্রতি তরবারী চালায় না, এরূপ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ করা কোরান শরীফের শিক্ষানুসারে নিষিদ্ধ; কারণ উহাও কোন ধর্ম্ম যুদ্ধ করে না। আমাদের পক্ষে এরূপ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এই কারণে কর্ত্তব্য যে, এই গবর্ণমেণ্টের রাজ্য ছাড়া আমরা আমাদের কার্য্য মক্কা এবং মদিনাতেও করিতে পারিতাম না। খোদাতা'লার 'হেকমত' বা বিশেষ জ্ঞানেই আমাকে এই দেশে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতএব, আমি কি খোদাতা'লার 'হেমতের' অমর্য্যাদা করিব? এবং আল্লাহ্‌তা'লা যেমন কোরান শরীফের—وآوينا هما الى ربوة ذات قرار ومعين —আয়েতে বর্ণনা করিতেছেন যে, ক্রুশের ঘটনার পর তিনি ইসা মসিহ্‌কে ক্রুশের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে এরূপ এক উচ্চ চূড়ার উপর স্থান দিয়াছিলেন যাহা আরাম-দায়ক ছিল এবং যাহাতে প্রস্রবন প্রবাহিত হইতেছিল—অর্থাৎ, কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরে। তদ্রূপ তিনি আমাকে এই গবর্ণমেণ্ট রূপ উচ্চ চূড়ায় স্থান দিয়াছেন যথায় ঝগড়ালু লোকদের হস্ত পৌঁছিতে পারে না, যাহা আরামের জায়গা এবং যে দেশে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস প্রবাহিত হইতেছে, এবং ইহা উপদ্রবকারীদের আক্রমণ হইতে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। অতএব এরূপ গবর্ণমেণ্টের উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কি আমাদের কর্ত্তব্য ছিল না?

খৃষ্টান পাইয়াছেন, তাহাদের সকলকেই দেখিয়াছেন এবং তাহাদের পথ-ভ্রষ্টের কথা তিনি বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে সমস্ত খৃষ্টানদিগকে মোসলমান করার এবং ক্রুশ ভঙ্গ করার কারণে তিনি ত পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য। 'আমি জ্ঞাত নই'—ইসার (আঃ) পক্ষে একথা বলা কত বড় মিথ্যা হইবে!

বস্তুতঃ কোরান শরীফের এই আয়েতে অতি পরিষ্কার ভাবে মসিহ স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি দ্বিতীয় বার দুনিয়াতে আগমন করিবেন না,—এবং ইহাই সত্য কথা যে, **মসিহ মৃত্যু লাভ করিয়াছেন এবং শ্রীনগরে, খান্‌-ইয়ার মহল্লায়, তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।** *

এখন খোদাতা'লা স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন এবং যাহারা সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাহাদের সঙ্গে স্বয়ং তিনি যুদ্ধ করিবেন। খোদাতা'লার পক্ষে যুদ্ধ করা আপত্তিকর নয়, কেননা তাহা নিদর্শন রূপে হয়; কিন্তু মানবের পক্ষে যুদ্ধ করা আপত্তিকর, কারণ তাহা বল-প্রয়োগ দ্বারা হয়।

---

* জনৈক ইহুদীও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীনগরের সমাধিখানা ইহুদি নবীগণের সমাধির প্রণালীতে প্রস্তুত। (নিম্নে তাহার সাক্ষ্যটি প্রদত্ত হইল।)

হজরত ঈশার সমাধি সম্বন্ধে
জনৈক ইস্রাইল বংশীয় তৌরিতজ্ঞ আলেমের সাক্ষ্য

(হিব্রুভাষার উর্দ্দু অনুবাদের বঙ্গানুবাদ)

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি মীর্‌জা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব কাদীয়ানীর নিকট একটি চিত্র দেখিয়াছি এবং সত্য সত্যই উহা বনি ইস্রাল জাতির কবর এবং উহা বনি ইস্রাইল জাতির নেতৃস্থানীয় লোকের কবর এবং আমি অদ্য এই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার সময়—১২ জুন, ১৮৯৯ ইং তারিখে—এই চিত্রটি দেখিয়াছি।

সুলমান ইউসুফ্‌ ইস্‌হাক, তাজের,

ইহুদী আমার সম্মুখে এই সাক্ষ্য লিখিয়াছে।

মুফ্‌তি মোহাম্মদ সাদেক ভেরবী, ক্লার্ক, একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিস, লাহোর।

আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়া সাক্ষ্য দিতেছি যে, সোলমান ইব্‌নে ইউসুফ্‌ এই লিপি লিখিয়াছেন এবং তিনি বনি ইস্রাইল জাতির একজন প্রধান ব্যক্তি।

দস্তখত—সৈয়দ আব্দুল্লাহ্‌ বাগদাদী

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উপদেশ

হজরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)

আমাদের এই যুগে স্ত্রীলোকগণও কতিপয় বিশিষ্ট 'বেদাতে' জড়িত। তাহারা পুরুষের একাধিক পাণি গ্রহণের বিধানকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে, যেন ইহার প্রতি তাহারা ইমান রাখে না। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, খোদাতা'লার ধর্ম্ম-বিধানে প্রত্যেক প্রকারের প্রতিকার বিদ্যমান থাকে। সুতরাং, যদি ইসলাম ধর্ম্মে বহু বিবাহের বিধান না থাকিত, তবে যে যে অবস্থায় পুরুষের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের আবশ্যক হয়—এই শরীয়তে সেই অবস্থার কোন প্রতিকার থাকিত না;—যথা, স্ত্রী যদি উন্মাদিনী হইয়া যায়, কিম্বা কোষ্ঠ রোগাক্রান্তা হইয়া যায়, কিম্বা চিরতরে এরূপ কোন ব্যাধিগ্রস্তা হইয়া পড়ে যাহা বেকার বা অকর্ম্মণ্যা করিয়া দেয়, কিম্বা এরূপ কোন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, স্ত্রী দয়ার পাত্রী হয়, কিন্তু 'বেকার' বা অকর্ম্মণ্যা হইয়া যায়, এবং পুরুষও দয়ার পাত্র হয়, যেহেতু সে একাকী থাকা সহ্য করিতে পারে না,—তবে এরূপ অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি না দিলে পুরুষের শক্তি সমূহের প্রতি 'জুল্‌ম' করা হইবে। প্রকৃত পক্ষে, এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শরীয়ত পুরুষের জন্য এই পথ খোলা রাখিয়াছে; এবং বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইলে স্ত্রীর জন্যও পথ খোলা আছে যে, পুরুষ 'বেকার' বা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে বিচারকের সাহায্যে 'খোলা' (বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন) করিয়া লইতে পারে, যাহা তালাকেরই স্থলবর্ত্তী। খোদাতা'লার শরীয়ত ঔষধ-বিক্রেতার দোকানের অনুরূপ। যে দোকানে প্রত্যেক রোগের ঔষধ পাওয়া যায় না, সেই দোকান চলিতে পারে না।

অতএব ভাবিয়া দেখ, ইহা কি সত্য নয় যে, পুরুষের পক্ষে এরূপ কোন কোন অসুবিধা উপস্থিত হয়, যখন সে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। সেই শরীয়ত কি কাজের, যাহাতে সকল প্রকার অসুবিধার প্রতিকার নাই? দেখ, ইঞ্জিল কিতাবে তালাকের বিধানে কেবল ব্যভিচারের শর্ত্ত ছিল এবং অন্যান্য শত শত কারণ যাহা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভীষণ শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া দেয় তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। এই কারণেই খৃষ্টান জাতি এই অভাব বা অপূর্ণতা সহ্য করিতে পারে নাই। অবশেষে আমেরিকাতে 'তালাকের' বা বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন পাস করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, এই আইনের ফলে ইঞ্জিলের শিক্ষা কোথায় গেল?

হে মহিলাগণ! তোমরা চিন্তিত হইও না। তোমরা যে কেতাব লাভ করিয়াছ তাহা ইঞ্জিলের ন্যায় মানুষের হস্তক্ষেপের মুখাপেক্ষী নহে, এবং এই কেতাবে যেমন পুরুষের অধিকার রক্ষা করা হইয়াছে তদ্রূপ স্ত্রীজাতির অধিকারও রক্ষা করা হইয়াছে। স্ত্রী যদি পুরুষের একাধিক বিবাহের কারণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে বিচারকের সাহায্যে 'খোলা' (বিবাহ বিচ্ছেদ) করিয়া লইতে পারে। মোসলমানগণের মধ্যে যে নানাপ্রকারের অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা নিজ শরীয়তে উল্লেখ করিয়া দেওয়া খোদাতা'লার 'ফরজ্‌' ছিল, যেন শরীয়তে ত্রুটি না থাকে।

অতএব হে নারিগণ! তোমাদের স্বামী যখন দ্বিতীয় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তখন খোদাতা'লার প্রতি দোষারোপ করিও না; বরং তোমরা দোয়া করিও, যেন খোদাতা'লা তোমাদিগকে বিপদ ও পরীক্ষা হইতে রক্ষা করেন। অবশ্য যে পুরুষ দুই বিবাহ করিয়া উভয়ের মধ্যে 'এন্‌সাফ্‌' বা ন্যায় ব্যবহার করে না, সে কঠোর অত্যাচারী এবং শাস্তি পাইবার যোগ্য; কিন্তু তোমরা স্বয়ং খোদাতা'লার অবাধ্যতাচরণ করিয়া ঐশী-কোপে পতিত হইও না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে। যদি তোমরা খোদাতা'লার দৃষ্টিতে 'নেক' বা সাধ্বী হও, তবে তোমাদের স্বামীকেও 'নেক্‌' বা সাধু করা হইবে। শরীয়ত যদিও নানা কারণে এক ধিক বিবাহ 'জায়েজ' বা সঙ্গত করিয়াছে, তথাপি 'কাজা' ও 'কদরের' (নিয়তির) কানুন বা বিধান তোমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে। শরীয়তের বিধান যদি তোমাদের পক্ষে অসহনীয় হয়, তবে দোয়ার সাহায্যে নিয়তির বিধান হইতে উপকার গ্রহণ কর। কারণ, নিয়তির বিধান শরীয়তের বিধানের উপরও প্রাধান্য লাভ করে।

'তাক্‌ওয়া' অবলম্বন কর, দুনিয়া এবং উহার সম্পদের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করিও না। জাতীয় গর্ব্ব করিও না। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বিদ্রূপ করিও না। স্বামী হইতে এরূপ কিছু চাহিও না যাহা তাহার ক্ষমতার বাহিরে। চেষ্টা কর, যেন নিষ্পাপ ও

পবিত্র অবস্থায় কবরে প্রবেশ করিতে পার। নামাজ, জাকাত ইত্যাদি খোদাতা'লার প্রতি কর্ত্তব্যে শিথিলতা করিও না। মন-প্রাণ দিয়া নিজ স্বামীর অনুগত হও। তাহার সম্মানের অনেকাংশ তোমাদের হস্তে রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা নিজেদের দায়িত্ব এরূপ উত্তম ভাবে সম্পাদন কর, যেন খোদাতা'লার সমীপে 'সালেহা' (১) ও 'কানেতা' (২) বলিয়া পরিগণিতা হইতে পার। অপব্যয় করিও না এবং স্বামীর ধন সম্পদ অন্যায় ভাবে খরচ করিও না। 'খেয়ানত' করিও না, চুরি করিও না, পরনিন্দা করিও না, এক নারী অপর নারী বা পুরুষের প্রতি মিথ্যা অপবাদ করিও না।

(কিস্তিয়ে নূহ হইতে)

দৈব-শাস্তি *

[মৌলানা আবুল আতা সাহেব জালান্ধরী, কাদীয়ান]

رسلا مبشرين ومنزرين لئلا يكون للناس على الله
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما —

"রসূলদিগকে আমরা সুসংবাদ-বাহক এবং সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুই পাঠাই না।" (কোরান, সুরাহ আনাম)

আল্লাহ্‌তা'লার করুণার এক বিশেষত্ব এই যে, যখন স্বীয় পাপ ও দুষ্কর্ম্মের দরুণ কোন জাতি বা দেশের জন্য শাস্তি নির্দ্ধারিত হয় তখন সেই শাস্তি আসিবার পূর্ব্বে সেই সমস্ত লোকদিগকে আত্ম-সংশোধনের একটী শেষ সুযোগ দেওয়া হয় এবং আগত-প্রায় শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খোলাখুলি ভাবে শেষ বারের মতন ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়। সেই জন্য এরূপ শাস্তি আসিবার পূর্ব্বে আল্লাহ্‌তা'লা নিশ্চয়ই কোন বড় দরের নবী পাঠাইয়া থাকেন। উদ্দেশ্য, লোক যেন এই কথা বলিতে না পারে যে, শাস্তি আসিবার পূর্ব্বে আমাদের নিকট যদি কোন নবী আসিত, তবে আমরা আল্লাহ্‌তা'লার বশ্যতা স্বীকার করিতাম এবং এই লাঞ্ছনার দণ্ড হইতে রক্ষা পাইতাম। আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন :—

ولو انا اهلكنهم بعذاب من قبلهم لقالوا ربنا
لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع ايتك من قبل
ان نذل ونخزى —

"যদি রসুল পাঠাইবার পূর্ব্বেই আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিয়া দিতাম তবে তাহারা এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিত,—"হে খোদাতা'লা তুমি যদি আম'দের নিকট কোন রসুল পাঠাইতে, তবে আমরা দণ্ডপ্রাপ্ত, লাঞ্ছিত এবং

كيون غضب بهڑكا خدا كا مجهه سے پوچهو غافلو —
هوگئے هين اس كا موجب ميرے جهٹلا نيكے دن —
(مسيح موعود)

"হে শৈথিল্য প্রদর্শন-কারিগণ! আল্লাহ্‌তালার ক্রোধাগ্নি কেন প্রজ্বলিত হইল, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমাকে অস্বীকার করিবার দিনেই উহার কারণ উপজাত হইয়াছে।"

(মসিহ্ মাওউদ, আঃ)

অধর্ম্মের অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য সত্যের সূর্য্য উদিত হয়, জগতের আদি হইতে আল্লাহ্‌তা'লার এই চিরাচরিত প্রথা চলিয়া আসিতেছে। নবিগণ খোদাতা'লার জ্যোতিঃ বিশেষ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আলোক-ছটায় আঁধার হৃদয়-সমূহ আলোকিত হইয়া যায়। নবিগণ তাঁহাদের অনুবর্ত্তিদিগকে আল্লাহ্‌তা'লার সুসংবাদ সমূহ শুনাইয়া থাকেন এবং যে সমস্ত লোক সেই আলোক হইতে বিমুখ হয়, বা সেই আলোক নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করে এবং নবিগণের রোপিত চারাটি সমূলে উৎপাটন করিতে চায়, খোদাতা'লা তাহাদের জন্য শাস্তি নির্দ্ধারিত করেন এবং নবিগণের মারফত উহা ঘোষণা করিয়া দেন। সুতরাং যুগের নবী বিশ্বাসিগণের জন্য সুসংবাদ-বাহক এবং অবিশ্বাসিদের জন্য সতর্ককারী হইয়া থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন,—

وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين —

---

* কলিকাতা আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার তালীফ ও তসনীফ বিভাগের সেক্রেটারী মৌলবী দৌলত আহ্‌মদ খাঁ, সাহেব বি-এল কর্ত্তৃক মূল উর্দ্দু হইতে অনূদিত—সঃ আঃ। (১) সাধ্বী। (২) খোদাতা'লা যে অবস্থায় রাখেন তাহাতেই সন্তুষ্ট।

অপদস্থ হইতাম না বরং তোমার আদেশাবলীর অনুসরণ করিতাম।" [কোরান, সুরাহ 'তা-হা']

অন্যত্র আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন :—

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ط

"আমি যে পর্য্যন্ত না কোন রসুল আবিভূত করি, সেই পর্য্যন্ত শাস্তি দেই না।" [কোরান, সুরাহ বনি ইসরাইল]

আল্লাহ্‌তা'লা আরো বলিতেছেন :—

وما ارسلنا فى قرية من نبى الا اخذنا اهلها بالبا ساء والضراء لعلهم يضرعون —

"এরূপ কোন জায়গায় আমি নবী প্রেরণ করি নাই, যেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিপদগ্রস্ত এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত করি নাই, যেন ঐ সমস্ত লোক আল্লাহ্‌তা'লার নিকটে কাতরতা এবং শোক প্রকাশ করে।" [কোরান, সুরাহ্‌ আল্‌-আ'রাফ]

উপরুল্লিখিত বর্ণনা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে যে, নবিগণ স্ব স্ব যুগের জন্য করুণার নিদর্শন বিশেষ হইয়া থাকেন। তাঁহারা (দৈব) শাস্তি আনয়ন করেন না, বা (দৈব) শাস্তির কারণ হন না, বরং তাঁহারা নির্দ্ধারিত শাস্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে, বিজ্ঞাপিত করণার্থ এবং উহা হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার উপায় বলিয়া দিবার জন্য আসিয়া থাকেন। যখন মানুষ উদ্ধত এবং অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন বিধির বিধান আত্ম প্রকাশ করে এবং পাপিদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহাই হইল সত্য ; কিন্তু পৃথিবীর লোকেরা প্রথমতো খোদার প্রেরিত পুরুষ এবং মানবের প্রকৃত উপদেষ্টার কথায় কর্ণপাতই করে না, তাঁহাকে পাগল নামে আখ্যায়িত করে ; তাঁহার কথাগুলিকে পাগলের প্রলাপ মনে করে, কিন্তু যখন শাস্তি আপতিত হয় এবং ধ্বংস নিজ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়, তখন (আল্লাহ্‌র নিকটে যাঁহাদের জন্য সৌভাগ্য-শীলতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাঁহারা ব্যতীত) সাধারণতঃ লোকেরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া এই বলিতে আরম্ভ করে যে, এই সমস্ত বিপদাপদ, এই সমস্ত ঝড় ও ভূমিকম্প এবং এই সমস্ত ধ্বংস-কারী ঘটনা-সমূহ এই নবী এবং তাহার অনুসরণের দুর্ভাগ্যেরই ফলমাত্র। এই নবী আসিয়াছেন তো পৃথিবীর জন্য ধ্বংসের বাণী লইয়া আসিয়াছেন। আঁধারের জীবদের ইহা পুরাতন প্রথা।

কোরান শরীফ বলিতেছে—

قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم —

"কাফেরগণ নবিগণকে বলিল, 'আমরা তো তোমার অস্তিত্বকে অপবিত্র মনে করি। যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমরা তোমাকে প্রস্তর-নিক্ষেপে হত্যা করিয়া ফেলিব এবং আমাদের নিকট হইতে তোমাদের উপরে (ভীষণ) যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি পতিত হইবে। (কোরান, সুরাহ ইয়াসিন)

আবার হজরত সালেহ (আঃ) এর উল্লেখ-প্রসঙ্গে কোরান বলিতেছে :—

قالوا اطيرنا بك وبمن معك ط قال طئركم عند الله ط بل انتم قوم تفتنون —

"তাঁহার শত্রুরা শাস্তি দেখিয়া বলিল, 'আমরা তো তোকে এবং তোর শিষ্যদিগকে শাস্তির কারণ মনে করি।' হজরত সালেহ (আঃ) উত্তরে বলিলেন, 'ইহাতে আমার কি হাত আছে? এই গুলি তো তোমাদের কুকর্ম্মের ফল। আর তোমরা সেই সমস্ত কুকার্য্যের শাস্তি পাইতেছে।" (কোরান, সুরাহ্‌ নোমাল)

ফেরাওনের শিষ্যদের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—

فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ط الا انما طئرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون

'যখন তাহারা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিত, তখন উহাকে তাহারা নিজেদের সৌভাগ্যশীলতার প্রতি আরোপ করিত এবং যখন কোন শাস্তি আসিত, তখন ইহাকে হজরত মুসা (আঃ) এবং তাঁহার সহচরদের প্রতি আরোপ করিত। আল্লাহতা'লা বলেন, "সাবধান, তাহাদের আমল-নামা (কুকর্ম্মের নথি) আল্লাহ্‌র নিকটে আছে এবং তাহাদের বহু লোক তৎসম্বন্ধে অবগত নহে।"

(কোরান, সুরাহ আ'রাফ)

উপরোক্ত আয়েতগুলি হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, নবুওতের দাবীকারকের দাবীর পরে অপ্রাকৃত ঘটনা-নিচয় এবং দৈব শাস্তি সমূহের প্রকাশ হওয়া তাঁহার দাবীর এক মস্ত বড় প্রমাণ এবং ঐ সমস্ত শাস্তিকে নবুওতের দাবী-কারক এবং তাঁহার সহচরদের প্রতি আরোপ করা আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। এই নিয়মের সত্যতা মানুষের বুদ্ধিও মানিয়া লয়। পার্থিব গবর্ণমেণ্ট সমূহের দণ্ড বিধানের নিয়মও এই যে, অপরাধীকে চরম ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাকে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য, অর্থাৎ শাস্তি হইতে বাঁচিবার জন্য পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং অসাধারণ ভাবে পর পর (দৈব) শাস্তি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আল্লাহ্‌র প্রেরিত ভয় প্রদর্শন-

কারীর আবির্ভাব আবশ্যক এবং কোন নবুওতের দাবী-কারকের দাবীর পরে অসাধারণ ভাবে (দৈব) শাস্তির প্রকাশ তাঁহার সত্যতার অখণ্ডনীয় প্রমাণ বটে, বিশেষতঃ যখন আমরা ইহা জানি যে এই ভয়ঙ্কর দিন আসিবার বহু বৎসর পূর্ব্বে এই নবী সেই সমস্ত শাস্তি আসিবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কে ভয় করে এরূপ লোকেরা এই প্রমাণ অস্বীকার করিতে পারেন না, নতুবা পৃথিবী হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যাইবে।

প্রিয় ভ্রাতৃ-গণ, এসো আমরা এই সূত্র অনুসারে এই যুগে আবির্ভূত ঐশ্বরিক সংস্কারককে চিনিয়া লই। **পৃথিবীর ধর্ম্ম সমূহের সর্ব্ব-বাদী-সম্মত মত এই যে, বর্ত্তমান কাল আখেরী জমনা বা কলিযুগ।** এই যুগে পাপ উহার চরম সীমায় পৌছিয়াছে। সুতরাং এই যুগে কোন একজন উচ্চ-দরের নবীর আবির্ভাব আবশ্যক। **আজ হইতে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কাদীয়ানের পবিত্র ভূমিতে আল্লাহতা'লার মনোনীত ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।** তিনি পৃথিবীর লোকদিগকে খোদাতালার ডাক শুনাইলেন, তাঁহার বাণী পৌছাইলেন, এবং সাংসারিক লোকদিগকে ধার্ম্মিক লোকে পরিণতঃ করিবার জন্য এবং যাহাতে সাংসারিক সৃষ্টজীব স্রষ্টার আস্তানায় ধর্‌ণা দিয়া কম্প উৎপাদনকারী ভাবী শাস্তি-সমূহ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু আফসোস এই যে তাঁহার কথায় বিদ্রূপ করা হইয়াছে ; তাঁহার সত্য কথাগুলিকে স্বকপোল-কল্পিত মিথ্যুক্তি বলিয়া অপবাদ করা হইয়াছে এবং তাঁহার ভাবী শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে পাগলের প্রলাপ মনে করা হইয়াছে। কিন্তু শেষে হইয়াছে কি ? ভূমিকম্পে পৃথিবী জর্জ্জরিত হইয়াছে ; প্লেগের দরুণ দেশে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে ; যুদ্ধের অজগর লক্ষ লক্ষ লোককে ভক্ষণ করিয়াছে ; একদিকে দুর্ভিক্ষ, ঝঞ্ঝাবাত এবং জল-প্লাবন এবং অপরদিকে অন্যান্য দৈব শাস্তি-সমূহ মানব-জাতিকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই পর্য্যায় এখনও চলিয়া আসিতেছে। বরং প্রত্যেক বিপদ পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত বিপদ হইতে অধিকতর ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। পৃথিবী এক আপদ হইতে রক্ষা পাইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় আপদ আসিয়া মুখ ব্যাদায় করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে। ভ্রাতৃগণ ! খোদার ওয়াস্তে একবার ভাবিয়া দেখ, কেন এইরূপ হইতেছে এবং কেন শাস্তির পর শাস্তি আসিতেছে ? যদি আপনি আল্লাহ্‌তা'লার করুণা এবং তাঁহার সনাতন প্রথার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে আপনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, নিশ্চয়ই **মানুষের (আল্লাহ্‌র আদেশের) বিরুদ্ধাচরণ চরম সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং নিশ্চয়ই খোদাতা'লার প্রেরিত পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন।** যদিও আজ কোন কোন লোক এই সত্যকে অস্বীকার করিতেছে, তথাপি সেই সময় আসিতেছে, বরং সেই সময় দরজায় দাঁড়িয়ে যখন ভয়ঙ্কর শাস্তি সমূহ দর্শন করিয়া মানুষ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবে :—

يا مسيح الخلق عد وانا

এবং আজ যাহা অন্তরে লুক্কায়িত আছে তাহাই সেই সময় মুখে প্রকাশিত হইবে, অর্থাৎ মানুষ এইযুগের নবীকে স্বীকার করিবে। প্রিয় স্বদেশবাসী ভ্রাতৃগণ! যদি আপনারা পূর্ব্বে জানিয়া না থাকেন, তবে আজ জানিয়া লউন যে, **আল্লাহ্‌তা'লা এই যুগে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) এর উপর তাঁহার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া জগতবাসী, বিশেষতঃ ভারতবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—**

"তোমরা একথা কখনও মনে করিওনা যে, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভূমিকম্প হইয়াছে এবং তোমাদের দেশ তৎসমুদয় হইতে নিরাপদ আছে। আমি তো প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, তোমরা হয়তঃ তৎসমুদয় হইতেও অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হইবে। হে ইউরোপ, তুই নিরাপদ নহিস ! আর হে এসিয়া তুইও সুরক্ষিত নহিস ! আর হে দ্বীপবাসিগণ ! কোনও কাল্পনিক খোদা তোমাদের সাহায্য করিবে না। আমি সহরগুলিকে পতিত হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনশূন্য পাইতেছি। সেই একক অদ্বিতীয় খোদা বহুকাল পর্য্যন্ত নীরব ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষুর উপরে ঘৃণ্য কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে অথচ তিনি চুপ রহিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি স্বীয় বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখাইবেন। যাহার শুনিবার কান আছে সে শুনুক যে, সেই সময় আর দূরে নয়। খোদাতা'লার নিরাপদতার নীচে সকলকে সমবেত করিবার জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু অদৃষ্ট লিপি পূর্ণ হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী। **আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, এই দেশের পালাও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। নুহের (আঃ) যুগ তোমাদের চক্ষের সামনে আসিবে এবং লুতের (আঃ) দেশের অবস্থা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।** কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্রোধ ধীর মন্থর। তোমরা

অনুতাপ কর যেন তোমাদের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়।"

আমরা আন্তরিক সহানুভূতি এবং ভালবাসার সহিত সমস্ত মানব জাতিকে খোদার ডাকের প্রতি আহ্বান করিতেছি। যে সমস্ত লোক এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভের পথে বিচরণ করেন এবং তাঁহার নৈকট্য লাভ করেন তাঁহারাই ধন্য।

و ما علينا الا البلاغ

'আজাব' বা দৈব শাস্তি হইতে বাঁচিবার উপায়

হজরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)

প্রকৃত 'তাক্‌ওয়া'

এই সমুদয় উপদেশ আমি এই উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি যেন, আমাদের জমাত খোদা-ভীতিতে উন্নতি করিয়া এতটুকু আশীষ লাভের যোগ্য হয় যে, খোদাতা'লার যে কোপ দুনিয়াতে প্রজ্বলিত হইতেছে তাহা তাহাদিগকে স্পর্শ না করে এবং বর্ত্তমান এই প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে তাহারা বিশেষভাবে উহা হইতে রক্ষা পায়। প্রকৃত 'তাক্‌ওয়া' বা খোদাভীতি (**হায়! প্রকৃত তাক্‌ওয়ার বড়ই অভাব!**) খোদাতালাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেয় এবং খোদাতালা, সাধারণভাবে নহে, বরং নিদর্শন স্বরূপ পূর্ণ 'মুত্তাকী' বা খোদাভীরু ব্যক্তিকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা করেন। প্রত্যেক প্রবঞ্চক বা অজ্ঞ ব্যক্তি 'মুত্তাকী' হইবার দাবী করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই প্রকৃত 'মুত্তাকী' যিনি খোদাতা'লার নিদর্শন দ্বারা 'মুত্তাকী' বলিয়া প্রমাণিত হন। প্রত্যেকেই বলিতে পারে, আমি খোদাতালাকে ভালবাসি, কিন্তু সেই ব্যক্তিই খোদাতালাকে ভালবাসেন যাঁহার ভালবাসা স্বর্গীয় সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকেই বলে, আমার ধর্ম্ম সত্য, কিন্তু সত্য ধর্ম্ম সেই ব্যক্তিরই, যিনি এই দুনিয়াতে 'নুর' বা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেকেই বলে, আমি 'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভ করিব, কিন্তু সেই ব্যক্তির উক্তিই সত্য যিনি এই দুনিয়াতেই নাজাতের জ্যোতিসমূহ দর্শন করেন।

অতএব তোমরা খোদাতা'লার প্রিয় হইতে চেষ্টা কর, যেন তোমরা প্রত্যেক আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা পাও। **পূর্ণ 'মুত্তাকীকে' প্লেগ হইতে রক্ষা করা হইবে, কারণ সে খোদাতা'লার আশ্রয়ে আছে।** অতএব তোমরা পূর্ণ 'মুত্তাকী' হও। প্লেগ সম্বন্ধে খোদাতা'লা যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তৎসমুদয়ই তোমরা শ্রবণ করিয়াছ। উহা এক অভিশাপাগ্নি বিশেষ। সুতরাং তোমরা নিজদিগকে এই অগ্নি হইতে বাঁচাও।

পূর্ণ আনুগত্য

যে ব্যক্তি প্রকৃত ভাবে আমার অনুসরণ করে এবং অন্তরে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে না এবং আলস্য ও শৈথিল্য করে না এবং পুণ্যের সহিত পাপ মিশ্রিত রাখে না, তাহাকে রক্ষা করা হইবে। কিন্তু যে এই পথে শিথিল পদ-বিক্ষেপে চলে এবং 'তাক্‌ওয়ার' পথে পূর্ণভাবে চলে না, কিম্বা সংসারে নিমজ্জিত, সে নিজকে পরীক্ষায় নিপতিত করে। প্রত্যেক দিক দিয়া খোদাতা'লার 'এতায়াত' বা আনুগত্য কর।

ইসলাম প্রচারে অর্থ সাহায্যদান

যাঁহারা নিজদিগকে 'বয়েত' বা দীক্ষা গ্রহণকারী লোকদিগের শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান করে, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এখন অর্থ দ্বারা এই সেলসেলার 'খেদমত' করিবার সময় উপস্থিত। যে ব্যক্তি এক পয়সা দিবার ক্ষমতা রাখে সে এই সেলসেলার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রতি মাসে এক পয়সা করিয়াই দিক, এবং যে ব্যক্তি মাসিক এক টাকা করিয়া দিতে পারে সে মাসিক এক টাকা করিয়াই আদায় করুক; কারণ, লঙ্গরখানার (অতিথি-শালার) খরচ ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যের জন্যও অনেক খরচের আবশ্যক। শত শত 'মেহ্‌মান' (অতিথি) আসেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও খরচাভাবে মেহ্‌মানগণের জন্য যথোচিত আরাম-দায়ক ঘরের বন্দোবস্ত হয় নাই। 'চার-পা' বা খাটের বন্দোবস্ত নাই। মসজিদ পরিবৃদ্ধির প্রয়োজনও উপস্থিত; 'তালীফ্‌ ও এশাত' বা পুস্তক-পুস্তিকাদি প্রণয়ন ও প্রকাশের গতি বিরুদ্ধবাদিগণের তুলনায় অত্যন্ত ধীর। যে স্থলে খৃষ্টানদিগের পক্ষ হইতে পঞ্চাশ হাজার পুস্তিকা ও ধর্ম্ম-বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সে স্থলে আমাদের পক্ষ হইতে মাসিক এক হাজারও রীতিমত প্রকাশিত হয় না। এই সকল কার্য্যের জন্যই প্রত্যেক দীক্ষা-

গ্রহণকারীর নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্য প্রদান আবশ্যক, যেন খোদাতালাও তাহাদিগকে সাহায্য দান করেন। যদি বিনা-ব্যতিক্রমে প্রত্যেক মাসে তাহাদের সাহায্য পৌঁছে—তাহা অল্প হারেই হউক না কেন—তবে তাহা সেই সাহায্য হইতে উত্তম যাহা দীর্ঘকাল ভুলিয়া থাকিয়া হঠাৎ কোন সময় নিজ ইচ্ছা মতে করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির 'এখলাস্' বা আন্তরিকতার পরিচয় তাহার 'খেদমত' দ্বারা পাওয়া যায়।

হে বন্ধুগণ! এখন ধর্ম্মের জন্য এবং ধর্ম্ম কার্য্যের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। **এই সময়কে অতি মূল্যবান জ্ঞান কর, কারণ পুনরায় তাহা পাইবে না।** জাকাত-প্রদানকারিগণের এখানেই জাকাতের টাকা প্রেরণ করা উচিত এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজকে বৃথা ব্যয় হইতে রক্ষা করিয়া সেই টাকা এই পথে দেওয়া উচিত এবং সর্ব্বাবস্থায় আন্তরিকতা প্রদর্শন করা উচিত, যেন ঐশী-অনুগ্রহ এবং 'রুহুল্-কুদ্‌স' বা পবিত্রাত্মার পুরস্কার লাভ করিতে পারে। কারণ এই পুরস্কার সেই সকল লোকের জন্যই নির্দ্ধারিত আছে যাঁহারা এই সেল্‌সেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।"

(কিশ্‌তীয়ে নূহ্ হইতে)

মহা-নবী হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) অদ্বিতীয় মর্য্যাদা।

হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

আমাদের নবীর (সাঃ) প্রতি 'রুহুল্-কুদ্‌সের (পবিত্রাত্মার) যে 'তজল্লি' বা জ্যোতিঃ বিকাশ হইয়াছিল উহা প্রত্যেক 'তজল্লি' হইতে উত্তম। 'রুহুল্-কুদ্‌স্' কখন কোন নবী বা অবতারের প্রতি কবুতরের আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং কখন কোন নবী বা অবতারের প্রতি গাভীর আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং কাহারো প্রতি কচ্ছপ বা মৎস্যের আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং পূর্ণ মানব—অর্থাৎ, আমাদের নবী (সাঃ)—আবির্ভূত না হওয়া পর্য্যন্ত, মানবাকৃতিতে প্রকাশিত হইবার সময় আসে নাই। আঁ-হজরত (সাঃ) যখন আবির্ভূত হন, তখন **তিনি পূর্ণ মানব হওয়ার কারণে 'রুহুল্-কুদ্‌স'ও তৎপ্রতি মানবাকৃতিতেই প্রকাশিত হইয়াছে**; এবং তখন 'রুহুল্-কুদ্‌সের' মহা-বিকাশ হইয়াছিল—যাহার ফলে ভূপৃষ্ঠ হইতে দিঙমণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জোতিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল,; এই জন্য কোরান শরীফের শিক্ষা 'শের্‌ক্' (অংশীবাদ) হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু যেহেতু খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের প্রতি রুহুল্-কুদ্‌স্ অতি দুর্ব্বল আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল—অর্থাৎ কবুতরের আকৃতিতে, এই জন্য অপবিত্র 'রুহ্' (আত্মা) এই ধর্ম্মের উপর বিজয় লাভ করিয়াছে এবং উহা নিজ পরাক্রম ও ক্ষমতা এত অধিক প্রদর্শন করিয়াছে যে, এক মহা অজগর সর্প স্বরূপ উহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এই কারণেই কোরান শরীফ খৃষ্ট ধর্ম্মের বিভ্রান্তিকে দুনিয়ার সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে প্রথম স্তরের বলিয়া পরিগণিত করিয়াছে এবং বলিয়াছে—"আকাশ ও ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইতে চায়, কারণ, পৃথিবীতে মানুষকে খোদা এবং খোদার পুত্র সাব্যস্ত করিয়া এক মহা পাপানুষ্ঠান করা হইয়াছে; এবং কোরান শরীফের প্রথম ভাগেও খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতিবাদ এবং উল্লেখ রহিয়াছে—যেমন,—ولا الضالين এবং اياك نعبد— আয়েত দ্বারা বুঝা যায়, এবং কোরান শরীফের শেষ ভাগেও ইহার প্রতিবাদ রহিয়াছে,—যেমন,—

قل هو الله احد ط الله الصمد ط لم يلد ولم يولد

—সুরা দ্বারা বুঝা যায়; এবং কোরান শরীফের মধ্যভাগেও খৃষ্টধর্ম্ম উদ্ভূত 'ফেৎনা' বা বিপদের কথা উল্লেখ আছে,—যেমন—

تكاد السموات يتفطرن منه

—আয়েত দ্বারা বুঝা যায়; এবং কোরান শরীফ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দুনিয়ার সৃষ্টি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টি-পূজা এবং 'দজল্' বা প্রতারণার প্রতি এত জোর কখনো দেওয়া হয় নাই, এবং এই কারণেই 'মোবাহেলা'র জন্য খৃষ্টানগণকেই আহ্বান করা হইয়াছিল, অন্য কোন 'মুশ্‌রেক' বা অংশীবাদী সম্প্রদায়কে আহ্বান করা হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে যে 'রুহুল-কুদ্‌স' পক্ষী বা পশুর আকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহাতে যে কি রহস্য নিহিত আছে তাহা যাহার বুঝিবার ক্ষমতা আছে সে বুঝিয়া লউক। আমি এই

পর্য্যন্ত বলিয়া দিতেছি যে, ইহা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, আমাদের নবীর (সাঃ) মানবতা এত প্রবল পরাক্রমশালী যে, 'রুহুল্-কুদ্স্'কেও মানবতার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছে। অতএব, তোমরা এরূপ বরগুজিদা' বা অদ্বিতীয় নবীর (সাঃ) অনুগত হইয়া সাহস হারাইতেছ কেন? নিজেদের এরূপ **আদর্শ প্রদর্শন কর**, যেন আকাশে ফেরেস্তাগণও তোমাদের আন্তরিকতা ও পবিত্রতা দর্শনে অবাক হইয়া যায় এবং তোমাদের প্রতি 'দরুদ' (আশীর্ব্বাদ) প্রেরণ করে। তোমরা এক **মৃত্যু বরণ কর**, যেন তোমাদের জবীন লাভ হয়; এবং **প্রবৃত্তির প্ররোচনা হইতে তোমাদের অন্তর বিমুক্ত কর**, যেন খোদাতালা তথায় অবতীর্ণ হইতে পারেন। **এক দিক দিয়া পূর্ণ বিচ্ছেদ** সাধন কর এবং **অপর দিক দিয়া পূর্ণ যোগ** সৃষ্টি কর। খোদাতালা তোমাদের সাহায্য করুন।

দোয়া

এখন আমি সমাপ্ত করিতেছি এবং দোয়া করিতেছি যেন আমার এই শিক্ষা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করে যে, তোমরা **পৃথিবীর তারকা স্বরূপ হও** এবং তোমরা তোমাদের প্রভু হইতে জ্যোতিঃ লাভ করিয়া তদ্বারা জগতকে জ্যোতির্ম্ময় কর—আমীন! সুম্মা আমীন!

يا عباد الله اذكركم ايام لله واذكركم تقوى القلوب انه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى فلا تخلدوا الى زينة الدنيا وزورها واتقوا الله واستعينوا بالصبر والصلوٰة ان الله وملئكته يصلون على النبى يا يها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ط

(কিশ্তীয়ে নূহ্ হইতে)

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

পূর্ব্ব-আফ্রিকা—পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রচারক মৌলবী শেখ মোবারক আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিগত এপ্রিল মাসে তিনি ৬২ জন সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রকারের ট্রাক্ট বিতরণ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন এবং কাম্পালা, কমুলি, একুটর, নকোরো, নীরোবী, কেনরিবী এই ছয় অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। আহমদী ভ্রাতাগণের তালীম তরবীয়তের উদ্দেশ্যে কোরান মজীদ ও হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) মলফুজাতের 'দরস্' দিয়াছেন, দুইজন আহমদীকে অছিয়ত করাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত খোদ্দামুল আহমদীয়া আঞ্জোমন গঠন করিয়াছেন এবং সোয়াহিলী ভাষার পত্রিকাখানা প্রকাশিত করিয়া তাহার প্রায় ৫০০ কপি উক্ত সমিতির সাহায্যে বিতরণ করিয়াছেন। সনাতন-ধর্ম্ম কন্ফারেন্সে "আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব" সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তাঁহারও বক্তৃতা ছিল। খোদাতা'লার ফজলে তাঁহার বক্তৃতায় লোক অত্যন্ত আপ্যায়িত হয় এবং পুনঃ এ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য আর একটি এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে তিনি নিমন্ত্রিত হন। উক্ত মাসে এক খৃষ্টান পাদরীর সহিত এক দীর্ঘ তর্কও হয়।

খোদাতা'লার ফজলে এই মাসে তথায় ৪ জন লোক সেলসেলায় দীক্ষিত হইয়াছেন এবং আরো ৪০ জন লোক বিভিন্ন অঞ্চলে দীক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ এখনো পাওয়া যায় নাই।

বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন—আমীন।

দেশীয় সংবাদ

কাদীয়ান শরীফ—হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) ইদানিং সিন্ধুদেশ হইতে দারুল-আমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে খোদাতা'লার ফজলে তিনি সুস্থ আছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার স্বাস্থ্য কায়েম রাখেন—আমীন।

হজরত উম্মোল-মোমেনীনের (আইঃ) স্বাস্থ্যও খোদাতা'লার ফজলে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। বন্ধুগণ তাহার পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিবেন।

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) কন্যা সাহেবজাদী আমাতুল মতিন সাহেবা জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বন্ধুগণ তাহার স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিবেন।

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) চতুর্থা সহধর্ম্মিনী সৈয়দা মরীয়ম সিদ্দীকা সাহেবা এবং হজরত মীরজা বশীর

আহ্‌মদ এম-এ সাহেবের কন্যা সৈয়দা আমাতুল অদুদ সাহেবা এ বৎসর বি-এ পরীক্ষা দিয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিবেন।

হজরত মুফ্‌তি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের প্রস্রাবের যন্ত্রণা হইতেছে। বন্ধুগণ তাঁহার আরোগ্যের জন্য দোয়া করিবেন।

প্রাদেশিক আমীর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়া ও কলিকাতা আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খান চৌধুরী এম-এ, বি-টি, মহোদয় বর্ত্তমানে কাদীয়ান শরীফেই আছেন। ইন্‌শা-আল্লাহ শীঘ্রই বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

জেনারেল সেক্রেটারী—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ, বর্ত্তমানে প্রাদেশিক আঞ্জোমনের চার্জ্জে ঢাকায় আছেন। ইদানিং তিনি বিষ্ণুপুর আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই কার্য্য মোবারক করুন—আমীন।

মোবাল্লেগীন—সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়াতে আছেন। তিনিও বিষ্ণুপুর কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার কার্য্যে 'বরকত' দিন—আমীন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী, আজীজুদ্দীন আহমদ সাহেব বর্ত্তমানে অসুস্থাবস্থায় ব্রাহ্মণ বাড়ীয়াতে আছেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ভাতুঘর আঞ্জোমনের সংগঠন কার্য্যে লিপ্ত আছেন এবং খোদাতা'লার ফজলে তাঁহার প্রচেষ্টায় উক্ত আঞ্জোমনে একটা নবজাগরণের সাড়া দেখা দিয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই প্রচেষ্টা 'মোবারক' করুন—আমীন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার অন্যতম মোবাল্লেগ মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে তবলীগ কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। বন্ধুগণ তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিবেন।

প্রাপ্তি সংবাদ—ইদানিং নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে পাক্ষিক আহ্‌মদীর আংশিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। আশাকরি, সত্বর তাহারা তাহাদের অবশিষ্ট চাঁদা আদায় করিয়া দিবেন।

মুন্সি উজির আলী সাহেব, মৌলবী এ, এফ, খান চৌধুরী সাহেব, বি-এ, বি-টি, মোঃ আফছরুদ্দীন ভূঞা, মুন্সি আবদুল গফুর সাহেব মুন্সি অফছরুদ্দীন মাষ্টার সাহেব।

বিষ্ণুপুর আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স—বর্ত্তমান মাসের ৫ই তারিখ খোদাতা'লার ফজলে বিষ্ণুপুর আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন অতি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মৌলবী মোজাফরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। উক্ত কন্‌ফারেন্সে নানাস্থান হইতে আদমদী ও গয়ের আহমদী ভ্রাতাগণ উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সভায় সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রচারক জনাব মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব, বি-এ, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদেম সাহেব, বি-এল, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রচারক মৌলবী আজীজুদ্দীন সাহেব, তারুয়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌলবী আহমদী আলী সাহেব এবং মৌলবী হায়দর আলী সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন। খোদাতা'লার ফজলে কন্‌ফারেন্স অত্যন্ত সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

বাজিতপুর আহমদীয়া কনফারেন্স—বিগত সংখ্যায় আমরা বাজিতপুর কন্‌ফারেন্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য আমরা পুনঃ তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। সভাতে বিভিন্ন স্থানের আহ্‌মদী আল্লামা ও বিশিষ্ট বক্তাগণ ব্যতীত স্থানীয় হিন্দুমোসলমান উকীল ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদেম সাহেব বি-এল উক্ত সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

কোরান শরীফ ও নজম পাঠের পর মৌলবী মীর রফিক আলী সাহেব এম-এ, বি-টি, মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব—আহ্‌মদীয়া মিশনারী, মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব বি-এ—জেনারেল সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া ও মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদেম সাহেব বি-এল উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর স্থানীয় আঞ্জোমনের পক্ষ হইতে মৌলবী খলিলুর রাহ্‌মান সাহেব বি, সি, এস্, সাব্ ডিপুটি কালেক্টর মহোদয়কে তাঁহার বাজিতপুর হইতে ট্রেনস্‌ফার উপলক্ষে একটি বিদায় অভিভাষণ প্রদান করা হয়। বাজিতপুরের সাবরেজীষ্ট্রার আমাদের নবদীক্ষীত ভ্রাতা মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব সেই অভিভাষণ পাঠ করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ হইতে দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উপলক্ষে ডিপুটি সাহেবের ট্রেনস্‌ফারে আক্ষেপ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ডিপুটি সাহেব কর্ত্তৃক অভিভাষণের উত্তর দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) অমৃত বাণী

বর্ত্তমান যুগের মৌলবী ও পীর

আফ্‌সোস, এই যুগের মৌলবীদের প্রতি ! যদি তাহাদের মধ্যে 'দেয়ানত' বা সাধুতা থাকিত তবে 'তাক্‌ওয়া' বা ধর্ম্ম-ভীরুতার পথ অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক উপায়ে নিজেদের সান্ত্বনা লাভ করিত, এবং খোদাতা'লা সাধুচিত্ত লোকদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন ; কিন্তু এই সকল লোক যাহারা আবু-জাহেলের প্রকৃতি-বিশিষ্ট তাহারা সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিতেছে যাহা আবু-জাহেল্‌ অবলম্বন করিয়াছিল। মিরাট হইতে একজন মৌলবী সাহেব রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা জানাইয়াছেন,—"অমৃত সহরে 'নদ্‌ওয়াতুল্‌-ওলামা' সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হইবে, তথায় যাইয়া 'বহস' (ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক) করা উচিত ;" কিন্তু ইহা প্রকাশ থাকে যে, যদি এই বিরুদ্ধ-বাদিগণের উদ্দেশ্য ভাল হইত এবং তাহাদের জয়-পরাজয়ের ভাবনা না থাকিত, তবে তাহাদের নিজেদের 'তসল্লি' বা সান্ত্বনার জন্য 'নদ্‌ওয়া' ইত্যাদির কি আবশ্যক ছিল ?

আমরা 'নদ্‌ওয়ার' ওলামাগণকে অমৃত সহরের ওলামাগণ হইতে পৃথক মনে করি না। সকলেরই একই ধর্ম্ম-বিশ্বাস, একই জাতি, একই প্রকৃতি। প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে কাদিয়ান আসিতে পারেন এবং 'বহসের' উদ্দেশ্য না রাখিয়া কেবল সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পারেন। যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে তবে বিনয় ও শিষ্টাচার সহকারে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে পারেন ; এবং যত কাল পর্য্যন্ত তাহারা কাদিয়ান থাকিবেন, তত কাল পর্য্যন্ত 'মেহমান' স্বরূপ বিবেচিত হইবেন।

আমাদের 'নদ্‌ওয়া' ইত্যাদির আবশ্যক নাই এবং তাহাদের নিকট যাওয়ারও কোন প্রয়োজন নাই। ইহারা সকলেই সত্যের অরি, কিন্তু সত্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হইতেই চলিয়াছে।

ইহা কি খোদাতা'লার মহা 'মোজেজা' বা অলৌকিক ক্রিয়া নহে যে, তিনি অদ্য হইতে বিশ বৎসর পূর্ব্বে 'বরাহীনে আহ্‌মদীয়া' গ্রন্থে নিজ 'এল্‌হাম' দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছিলেন—

"বহু লোক তোমার অকৃতকার্য্যতার জন্য চেষ্টা করিবে এবং সর্ব্বক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, কিন্তু পরিণামে আমি তোমাকে এক বৃহৎ 'জমাত' বা মণ্ডলীতে পরিণত করিব।" এই ঐশী-বাণী যখন অবতীর্ণ হয় তখন একটি লোকও আমার সঙ্গে ছিল না। অতঃপর আমার দাবী প্রকাশিত হইলে বিরুদ্ধবাদিগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। পরিণামে উপরোক্ত বাণী অনুযায়ী এই সেলসেলা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং **আজ পর্য্যন্ত * ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে এই জমাতের লোকসংখ্যা এক লক্ষেরও কিছু অধিক।** 'নদওয়াতুল-ওলামার' যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকিয়া থাকে, তবে 'বরাহীনে-আহমদীয়া' এবং সরকারী কাগজপত্র দেখিয়া বলুক, ইহা 'মোজেজা' কি না ? অতএব **কোরান ও 'মোজেজা' এই উভয়ই পেশ করার পর 'বহসের' আর আবশ্যক কি ?**

তদ্রূপ এ দেশের 'গদ্দী-নেশীন' (পীরের গদীতে উপবিষ্ট) লোকগণ ধর্ম্মের সহিত এরূপ সম্পর্কহীন এবং দিবা-রাত্র 'বেদাতে' (নব প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানে) এত লিপ্ত যে, তাহারা ইসলামের আপদ-বিপদের কোন খবরই রাখে না। তাহাদের মজলিসে গমন করিলে কোরান ও হাদীস গ্রন্থের পরিবর্ত্তে নানারূপ তম্বুর, সারঙ্গ, বাদ্যকর ও গায়ক ইত্যাদি অবৈধ সরঞ্জাম দৃষ্ট হইবে। এতদসত্ত্বেও মোসলমানদের নেতা হইবার দাবী এবং নবী করীমের (সাঃ) অনুসরণের বৃথা গর্ব্ব ! এবং তাহাদের মধ্যে কতিপয় লোক স্ত্রীলোকের পোষাক পরিধান করে, হস্তে মেহ্‌দী লাগায় এবং চুরি পরিধান করে এবং নিজেদের মজলিসে কোরান শরীফের পরিবর্ত্তে কবিতা পাঠ করা পছন্দ করে। এইগুলি এত প্রাচীন মরিচা যে, এইগুলি দূরীভূত হইবার ধারণাই করা যায় না। যাহা-হউক, খোদাতা'লা নিজ 'কুদরত' (মহাশক্তি) প্রদর্শন করিবেন এবং ইসলামের সাহায্য করিবেন।

(কিস্তিয়ে নুহ্‌ হইতে)

* অর্থাৎ ৫ই অক্টোবর, ১৯০২ ইং—সঃ আঃ

বাৎসরিক রিপোর্ট

বখেদমতে জোনাব আমীর, প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সাহেবান,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

খোদাতা'লার ফজলে বিগত ৩০ শে এপ্রিল তারিখে ১৯৩৭-৩৮ ইং সন শেষ হইয়া ১লা মে হইতে আমাদের নূতন বৎসর ১৯৩৮-৩৯ ইং সন আরম্ভ হইয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক জমাত এবং 'আফ্‌রাদকে' তাঁহারই ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

বিগত বৎসর আপনাদের প্রত্যেকেই আপন আপন সুযোগ ও অবস্থা অনুযায়ী সেলসেলার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। আপনাদের ঐরূপ প্রচেষ্টা ও তাহার ফলাফল আমাদের একমাত্র পথ-প্রদর্শক হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর (আইঃ) পবিত্র খেদমতে উপস্থিত করিতে চাই, যেন আপনারা তাঁহার বিশেষ দোয়ার ভাগী হইতে পারেন। সুতরাং আমার অনুরোধ যে, আপনারা আপনাদের বাৎসরিক রিপোর্ট অতি সত্বর পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন, যেন আমরা তাহা আগামী জুন (১৯৩৮ইং) মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত বাৎসরিক রিপোর্ট হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) পবিত্র খেদমতে উপস্থিত করিতে পারি।

বাৎসরিক রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিবেন :—

(১) জমাতের মোট সংখ্যা, পুরুষ ও স্ত্রীলোক ; বালক ও বালিকা ;

(২) তবলীগী মিটিং কত বার হইয়াছে ;

(৩) স্থানীয় বাৎসরিক মিটিং হইয়াছে কি না ?

(৪) পুস্তক ও ইস্তাহার বিলি হইয়াছে কি না এবং কত কত সংখ্যায় বিলি হইয়াছে ?

(৫) কোন 'বহস' হইয়াছে কি না—তাহার ফলাফল ?

(৬) 'নবী-দিবস' উপলক্ষে কি কি কাজ হইয়াছিল ?

(৭) অ-মোসলমানদিগের জন্য 'তবলীগ দিবস' উপলক্ষে কি কি করা হইয়াছিল ?

(৮) মোসলমানদিগের জন্য 'তবলীগ দিবস' উপলক্ষে কি কি করা হইয়াছিল ?

(৯) সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক মিটিং হইয়া থাকে কি না ?

(১০) আন্‌সারুল্লাহর কার্য্য বিবরণ, সংক্ষেপে ;

(১১) নূতন কতজন 'বয়াত' গ্রহণ করিয়াছে ?

(১২) 'আহমদী' পত্রিকা, 'সান-রাইজ' পত্রিকা, 'রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্স' এবং 'আলফজল' পত্রিকার প্রত্যেকটির গ্রাহক সংখ্যা কত ?

(১৩) 'তাহ্‌রিকে জদীদে' মোট কত চাঁদা দেওয়া হইয়াছে ?

(১৪) 'তাহ্‌রীকে জদীদের' অন্যান্য মোতালেবার প্রতি 'আমল' করা হয় কি না ?

(১৫) জুবিলী-ফাণ্ডে মোট কত চাঁদা দেওয়া হইয়াছে ?

(১৬) কোরান শরীফের 'দরস' হয় কি না ?

(১৭) কতজন কোরান শরীফ, কতজন 'আহ্‌মদী' পত্রিকা এবং কতজন উর্দ্দু পড়িতে পারে ? যাহারা পড়িতে পারে না তাহাদিগকে আহ্‌মদীতে প্রকাশিত খোৎবা পড়িয়া শুনান হয় কি না ?

(১৮) মোট চাঁদা কত আদায় হইয়াছে এবং প্রাদেশিক আঞ্জোমনে মোট কত টাকা কি কি বাবত পাঠান হইয়াছে ?

(১৯) মস্‌জিদ আছে কি না এবং মেম্বারগণ বা-জমাত নমাজ আদায় করে কি না ?

(২০) শরীয়তের অন্যান্য আদেশ মেম্বারগণ পালন করে কি না ?

(২১) (ক) গয়র-আহমদীদিগের সহিত ও (খ) নূতন বয়াত গ্রহণকারী আহ্‌মদীদিগের সহিত বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে (গ) এবং সেলসেলার অন্যান্য বিষয়ে নিয়ম পালন করা হয় কি না ? যদি কেহ লঙ্ঘন করিয়া থাকে তাহার নাম।

এতদ্ব্যতীত তবলীগ ও সেলসেলা সংক্রান্ত অন্য কোন উল্লেখ-যোগ্য বিষয় থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সহায় হউন,—আমীন।

খাকছার

মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী

জেনারেল সেক্রেটারী,

বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ ; ঢাকা।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্ তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্ তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ····এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্' বা আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহমদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহমদী কার্য্যালয়,' ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার দ্বারা প্রশংসিত

শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৹
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহমদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহমদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম		মূল্য
Extracts from the Holy Quran	...	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings	...	8 *as.*
The Teachings of Islam		4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions		12 *as.*
(Paper bound	...	8 *as.*)
The Imam of the Age	...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet	...	2 *as.*
The Future Religion of the World	...	2 *as.*
The Message from Heaven		1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয়	...	।৹
আহমদীয়া মতবাদ	...	।৹
ইমামুজ্জমান	...	৶৹
আহমদ চরিত	...	।৹
চশ্‌মায়ে মসিহ	...	।৹
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু)	...	।৹
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান	...	৶৹
প্রীতি-সম্ভাষণ	...	/৹
অস্পৃশ্যজাতি ও ইসলাম	...	৵৫
তহকীক-উদ্দীন	...	৵১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	...	৴৫
আমালেনামেহ্ (উর্দ্দু)	...	৮০

দ্রষ্টব্য—এজেন্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহমদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).